Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Kartik 30, 1431 Bangla, November 15, 2024, Friday, No. 320, 54th year

H I G H L I G H T S

Chief adviser Dr. Muhammad Yunus states that the tenure of the interim govt. should be as brief as possible - mentions plans for democratic reforms to organize a free and fair election swiftly. Adds, the pace of reforms will determine how soon the elections will be held. (DW: 18, R. Today: 22)

Home Adviser Lt Gen (Rtd) Md. Jahangir Alam Chowdhury accuses Indian media of daily propaganda campaigns against BD - govt. will officially protest this objectionable news coverage. (R. Today: 20)

Law Adviser Dr. Asif Nazrul says BD currently lacks friendly neighboring states and emphasizes the need to prevent foreign intervention in internal matters; Adds, extremism is utterly unacceptable. (R. Today: 21)

Foreign Ministry spokesperson Toufiq Hasan reports that BD govt. has expressed dissatisfaction with Sheikh Hasina's recent remarks in India - urged Indian govt. to discourage such comments, for the sake of positive bilateral relations. (R. Tehran: 15)

Due to the absence of any govt. assistance or advanced medical care even after 3 months, the anger of the survivors of the July uprising has intensified. (BBC: 09)

The removal of Sheikh Mujib's images from offices, including Bangabhaban, has sparked intense political controversy, with some speculating that it may signal a shift in the current govt.'s stance on the nation's historical history. (BBC: 08)

Despite losing power, the AL shows no remorse and is anticipating the interim govt's failure. Leaders label the popular uprising a "conspiracy" and hope for the decline in public support of the govt. (BBC: 10)

At least 9 banks in BD face liquidity issues, leaving customers unable to withdraw their deposits freely. BB has provided BDT 6,500 crore to support weak banks but states it will not offer additional funds. (DW:17)

A debate is underway about appointing administrators to address garment factory issues. Some experts believe this could speed up wage payments and resolve factory debts, but there are doubts about its effectiveness in privately-owned factories. (BBC: 03)

The HC declares the immunity provision of the Quick Rental Act as unconstitutional. The court challenges the validity of sections 6(2) and 9 of the acts, deeming them inconsistent with the constitution. (VOA:14)

5 people have died from dengue in the last 24 hours, with 1,107 new patients admitted to hospitals in a single day. This year's death toll from dengue has reached 384. (Jago FM: 28)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
কার্তিক ৩০, বাংলা ১৪৩১, নভেম্বর ১৫, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৩২০, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তবর্তী সরকারের মেয়াদ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, দ্রুত গণতান্ত্রিক সংস্কার করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা হবে, সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে নির্বাচন কত দ্রুত হবে। (ডয়চে ভেলে: ১৮; রে. টুডে: ২২)

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অভিযোগ করেছেন যে, ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি আরও জানান, এই ধরনের আপত্তিকর সংবাদ প্রচারের বিষয়ে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানাবে। (রে. টুডে: ২০)

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, দেশের চারপাশে কোনো বন্ধু রাষ্ট্র নেই এবং ভবিষ্যতে যেন কোনো দেশ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে না পারে খেয়াল রাখতে হবে; উগ্রবাদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও উল্লেখ করেন। (রে. টুডে: ২১)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তৌফিক হাসান জানান, ভারতে থাকা শেখ হাসিনার ধারাবাহিক বিবৃতি নিয়ে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং তাকে এসব থেকে বিরত রাখতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে, এটি দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ইতিবাচক নয়। (রে. তেহরান: ১৫)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতরা প্রতিশ্রুত সুচিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ; দীর্ঘ তিন মাসেও সরকারি সহায়তা বা উন্নত চিকিৎসার উদ্যোগ না থাকায় তাদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। (বিবিসি: ০৯)

বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানোর ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি; জাতির ইতিহাসের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। (বিবিসি:০৮)

ক্ষমতা হারানোর পরও আওয়ামী লীগে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনা নেই; বরং অন্তবর্তী সরকার ব্যর্থ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে দলটি। দলের নেতারা গণঅভ্যুত্থানকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে দেখছেন এবং আপাতত সরকারের প্রতি জনসমর্থন ক্ষয় হওয়া দেখতে চাচ্ছেন। (বিবিসি: ১০)

বাংলাদেশের অন্তত নয়টি ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়ে গ্রাহকদের চাহিদা মতো টাকা দিতে পারছে না। ফলে গ্রাহকরা ব্যাংকে জমানো টাকা তুলতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ভোগে পড়ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, তারা দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা দিয়েছে, তবে নিজেরা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবে না। (ডয়চে ভেলে:১৭)

প্রশাসক নিয়োগ করে পোশাক কারখানায় সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং কারখানাগুলোর ঋণ সমস্যা মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানায় কতটা কার্যকর সমাধান আসবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। (বিবিসি: ০৩)

হাইকোর্ট কুইক রেন্টাল আইনের দায়মুক্তির বিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে। সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় আইনটির ৬(২) ও ৯ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রায় প্রদান করা হয়। (ভোয়া :১৪)

ডেঙ্গুতে গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজন মারা গেছেন এবং একদিনে ১,১০৭ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪ জনে। (জাগো এফএম: ২৮)

বিবিসি

প্রশাসক নিয়োগ করে পোশাক কারখানায় সমস্যা সমাধান সম্ভব?

অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গত তিন মাসে বকেয়া বেতন-ভাতা, বোনাসসহ নানা দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনে অস্থির পোশাক খাত। সরকারের নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও বন্ধ হচ্ছে না এ অস্থিরতা। এবার বকেয়া বেতন পরিশোধে মালিকপক্ষের সমস্যা পেলে প্রশাসক নিয়োগের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকার। নতুন করে মন্ত্রণালয় পুনর্গঠনের পর অন্তবর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় ওই হুঁশিয়ারি দেন। তবে কোন প্রেক্ষাপটে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে সে ব্যাখ্যা বুধবার বিবিসি বাংলাকে দিয়েছেন মি. হোসেন। বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি জানান, এই মুহূর্তে বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে পোশাক শ্রমিকদের বকেয়া বেতন নিয়ে। আর যেসব পোশাক কারখানা বেতন দিতে পারছে না তারা বেশিরভাগই ঋণখেলাপি। ফলে সমস্যা সমাধান করতেই এ উপায়ের কথা ভাবা হচ্ছে। মি. হোসেন বলেন, "এই মুহূর্তে বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে। ওরা বেতন দিতে পারছে না পারটিকুলারলি গাজীপুরে একটা বড় কারখানার মালিক।" এসব কারখানার কথা তুলে ধরে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, "তাদের বেশিরভাগই ব্যাংক ডিফল্টার। এখন ব্যাংকের থেকেও টাকা পাচ্ছে না। মাই ফার্স্ট পলিসি উড বি ইফ দে ক্যান নট রান এবং শ্রমিকদের তিন-চার মাস বেতন পড়ে আছে। এক্ষেত্রে ওটা বন্ধ করে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করে দেবো। কারণ ব্যাংক ও ওদেরকে টাকা দিতে চায় না। কারণ তারা ঋণখেলাপি।"

প্রশাসক নিয়োগ করলে তারা কীভাবে কাজ করবে এ প্রশ্নে মি. হোসেন বলেন, "সেটা এখনো প্রক্রিয়া করিনি আমরা। আমি আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করলাম। নিশ্চয়ই প্রক্রিয়া হবে। না হলে কীভাবে আমরা প্রশাসক নিয়োগ করব।" পোশাক কারখানাগুলো যেহেতু ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে প্রশাসকের কর্মপ্রক্রিয়া আইনানুযায়ী নির্ধারণ করা হবে বলে জানান উপদেষ্টা। "গার্মেন্টস বেসরকারি হলেও তিনি তো টাকা নিয়েছেন ব্যাংক থেকে। নিজের পয়সায় তো করেননি। খুব কমই আছেন যারা নিজের পয়সায় করেছে। ব্যাংকের কাছে বন্ধক আছে এগুলা। সেগুলো দেখেই, কী আইন -কানুন আছে, আইনের ভিতরেই করা হবে। আইনের বাইরে করা হবে না," বলেন মি. হোসেন।

প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান এই উপদেষ্টা। পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সাথেও আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। "আমি কয়েকটি গার্মেন্টসে যাব, শ্রমিকদের সাথে কথা বলব। তারপরে আমি মন্ত্রণালয় থেকে বর্তমান আইন কী আছে সেটা দেখব। আর যদি পরিবর্তন করতে হয় তো পরিবর্তন করে ফেলব।" বিগত সরকারের সাথে বর্তমান সরকারের এখানেই পার্থক্য বলে মন্তব্য করেন মি. হোসেন। প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে এ খাতের চলমান অস্থিরতা নিরসন করা সম্ভব বলে মনে করেন এই উপদেষ্টা। কেউ যদি কোর্টে যায় সে ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে আদালতের দ্বারস্থও হবেন বলে মন্তব্য করেন শ্রম উপদেষ্টা। "প্রবলেম তৈরি করবেন আর প্রবলেম সলভ করতে গেলে আপনারা বলবেন যে, কীভাবে করবেন? করব, কোর্টে গেলে কোর্টে যাব। তাদের বেশিরভাগই সরকারের টাকা নিয়েছে। সেক্ষেত্রে সরকারের একটা ওনারশিপতো আছে," বলেন মি. হোসেন।

কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক প্রয়োজন হতে পারে সে প্রশ্নে বেক্সিমকোর উদাহরণ দিয়ে মি. হোসেন বলেন, "বেক্সিমকো এতো ডিফল্ট করেছে যে, বেক্সিমকো যদি একশ টাকা আর্ন করে ব্যাংক আর ওটা দিতে চায় না। বলে ওর কাছে আমি ১০ হাজার টাকা পাব। ব্যাংকের অবস্থা তো খারাপ। ব্যাংকের অবস্থা তো লোন নিতে নিতে খারাপ।" ফলে সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেই এই উপায় ভেবেছেন উল্লেখ করে বলেন, "তো সামথিং হ্যাজ টু কাম আপ। ওই কথাই আমি বলে রাখছি। এটা এখন দেখব যে কীভাবে করা যায়? প্রয়োজনে আইন যদি না থাকে তাহলে অর্ডিন্যান্স তৈরি করব।" গত পাঁচই অগাস্ট দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, চট্টগ্রাম চেম্বার, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) পর্ষদ ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের শীর্ষ রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-তেও প্রশাসক বসায় সরকার। পর্ষদ ভেঙ্গে দিয়ে গত ২০শে অক্টোবর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনকে প্রশাসক হিসেবে বিজিএমইএ-তে নিয়োগ দেয়া হয়। এই সংগঠনগুলোতে মূলত শেখ হাসিনার সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, এমনকি আওয়ামী লীগের পদ-ধারী ব্যক্তিও নেতৃত্বে ছিলেন। কর্ণফুলী ইপিজেডের 'ডেনিম এক্সপার্ট' গার্মেন্টসের মালিক ব্যবসায়ী মহিউদ্দিন রুবেলের মতে কোন প্রেক্ষাপটে সরকার প্রশাসক নিয়োগের কথা ভাবছে সেটা বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণ তুলে ধরে মি. রুবেল বলেন, "মনে করেন একটা গার্মেন্টসে মালিক নিরুদ্দেশ বা ঋণ দেখে চলে গেছে দেশ থেকে এমতাবস্থায় ইন্ডাস্ট্রি তো বন্ধ করা যাবে না। ইন্ডাস্ট্রি চালাইতে হবে। কারণ ওই গার্মেন্টসের সাথে এতোগুলা শ্রমিকের জীবন জড়িত এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির সুনাম জড়িত। ডেফিনিটলি এ ধরনের ক্ষেত্রে সরকার যদি চিন্তা করে এটা বন্ধ না করে সরকারি প্রশাসক দিয়ে বা ফাইন্যান্স করে সরকার চালাবে সেটা ভালো উদ্যোগ, সেটা হতেই পারে," বলেন এই পোশাক শিল্প মালিক। "কিন্তু নরমাল প্রেক্ষাপটে একটা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে যেখানে মালিক আছে সেখানে এভাবে দিয়ে কতটুকু পজিটিভ রেজাল্ট আসবে সেখানে মালিক হিসেবে আমি সন্দেহ পোষণ করি," যোগ করেন মি. রুবেল।

ব্যক্তি মালিকানাধীন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মালিকের ইচ্ছাকৃত কোন ভুল না থাকলে সংকট থেকে উদ্ধারে সরকার মনিটরিং করতে পারে বলে মন্তব্য করেন মি. রুবেল। তিনি বলেন, "মালিক আছে কিন্তু কোনো না কোনো কারণে সে বিপদে পড়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে না করলে সেক্ষেত্রে এটাকে সাধুবাদ জানানোর কোনো কারণ দেখছি না। এটাকে সরকার সাপোর্ট দিতে পারে। নিবিড় তত্ত্বাবধানে রেখে কমিটি করে বলবে তারা দেখবে। প্রয়োজনে লোন দিয়ে হোক যেভাবে হোক সাপোর্ট দিয়ে সংকট থেকে বের করে নিয়ে আসুক।" গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান জানান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টি সাময়িক সমাধান। মি. খান বলেন, "ফরেনসিকের ব্যাপার আছে। কেস বাই কেস ডিসিশন হবে। শেয়ার হোল্ডিং সিস্টেম থাকলে শেয়ার হোল্ডাররা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। রিস্ট্রাকচার করতে হলে সম্পদ যেটুকু আছে সেটার ভিতরে দিয়েই করতে হবে।" তবে সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে শ্রমিকদের আস্থার জায়গা তৈরি করা জরুরি, যাতে সার্বিকভাবে পুরো পোশাক খাত বিপদে না পড়ে-এমনটাই মনে করেন করেন মি. খান। "কারণ তৈরি পোশাক খাত একটা সংবেদনশীল খাত। যদি অল্প সংখ্যক কারখানাতেও অসুবিধা হয় তবে এটা দেশের ভাবমূর্তি এবং সার্বিকভাবে রপ্তানির ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে," বলেন মি. খান। বাংলাদেশে এর আগেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংকটের হাত থেকে তোলার জন্য প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছিল সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ। গত পাঁচই অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পনেরো দিন পরই মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস 'নগদ' এ প্রশাসক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী এক বছরের জন্য ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন সেবা 'নগদে' বাংলাদেশ ব্যাংকের চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান দিদারকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নগদের পর্ষদ ভেঙ্গে দিয়ে এ প্রশাসককে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পদমর্যাদার আরও ছয় কর্মকর্তাকে নগদ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নিয়োগ দেয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তদারককারী কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পরে ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যায় নগদের কর্মকর্তারা।

প্রশাসক নিয়োগের ওই সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল দেয় হাইকোর্ট। এটি এখন বিচারাধীন রয়েছে। ২০২০ সালে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে না পারায় ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সে প্রশাসক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে এরকম বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবসায়ন চেয়ে গ্রাহকরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। সংকট সমাধানে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড নামে এরকম আরেকটি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আদালত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে পরিচালনা বোর্ড গঠন করে দিয়েছে। ১৯৯৪ সালে রাজধানীর শাহবাগের আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটে কয়েকটি দোকান ভাড়া নিয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে যুবক। ১৮৬১ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের আওতায় আরজেএসসি থেকে নিবন্ধন নেয় প্রতিষ্ঠানটি এবং পরে উচ্চ সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। এক তদন্তে প্রতারণামূলক কার্যক্রমসহ অবৈধ ব্যাংকিং-এর প্রমাণ পায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০১৩ সালে যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি যুবকে প্রশাসক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

গণঅভ্যুত্থানে আহতদের আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবে সরকার

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহতরা দেশের সরকারি হাসপাতাল থেকে আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে পারবেন। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের সঙ্গে সরকারের ছয়জন উপদেষ্টার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে জানিয়েছে বাসস। আহতদের তালিকা করে প্রত্যেককে একটি ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়া হবে। সেই কার্ড দেখিয়ে সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পাবেন তারা। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান বলেন, 'আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে লিখিত রূপরেখা দেওয়া হবে। রূপরেখায় দেওয়া টাইমলাইন অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রক্রিয়া শেষ করা হবে।' তিনি বলেন, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য একটি সাপোর্ট সেন্টার তৈরি করা হবে। আহতদের সকল অভিযোগ সেখানে আসবে এবং সেখান থেকে তার নিষ্পত্তি করা হবে। এর আগে বুধবার ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) এবং জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও তাদের স্বজনরা দুপুর একটা থেকে রাত প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত, প্রায় সাড়ে ১৩ ঘণ্টা হাসপাতাল থেকে বিছানাপত্র এনে সড়কে অবস্থান করেছিলেন। বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানও দেন। তাদের অভিযোগ, সরকার থেকে আন্দোলনে আহত সবাইকে সুচিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, চিকিৎসা হচ্ছে না। ফলে তাদের মাঝে ক্ষোভ তৈরি হয়। আহতদের অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে তাদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেন সরকারের ছয় উপদেষ্টা। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

নুর ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা: চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়

গণ অধিকার পরিষদ একাংশের সভাপতি নুরুল হক নুরের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে, বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। বৃহস্পতিবার কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাসুদ রানা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। এতে বলা হয়,

বৃহস্পতিবার বিকেলে নুর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকের ভিত্তিহীন, বানোয়াট, অসত্য এবং উসকানিমূলক কিছু অভিযোগ করেন। "তার এসব মিথ্যা অভিযোগ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নুরের এই বক্তব্যের ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং চিফ প্রসিকিউটরের মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে," উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

কিছু ঘটলে আন্তর্জাতিকভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরা হয়- আসিফ নজরুল

বাংলাদেশে কোনোভাবেই উগ্রবাদকে গ্রহণ করা হবে না জানিয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, এ দেশে যা ঘটে তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা হয়। ভবিষ্যতে কেউ যেন আর এমন সুযোগ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখার তাগিদ দেন মি. নজরুল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আইন উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের চারদিকে কোনো বন্ধু রাষ্ট্র নেই। আর কোনো দেশ যাতে ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, বলেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

ডেঙ্গুতে আরো পাঁচ মৃত্যু

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং তিনজন নারী। গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ১০৭ জন রোগী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ তথ্যে বিষয়টি জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরে ৭৭ হাজার ১২৭ জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে সাড়ে ৭২ হাজার রোগী ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। আর বছর জুড়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৮৪ জনের। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ২৬৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

ঢাবি শাখা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

আংশিক কমিটি ঘোষণার আট মাসের মাথায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৪২। বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন স্বাক্ষরিত তালিকা সংগঠনটির ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়। গত পহেলা মার্চ গণেশ চন্দ্র রায় সাহসকে সভাপতি এবং নাহিদুজ্জামান শিপনকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাত সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আ. লীগের মতো পরিবারতন্ত্র তৈরি হবে না- তারেক রহমান

বিএনপি ভোটে জিতে ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগের মতো পরিবারতন্ত্র তৈরি হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার বিএনপি'র ৩১ দফা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা জানান। মি. রহমান বলেন, "সংস্কার বলতে বুঝি সংবিধানের কয়েকটি বাক্যের পরিবর্তন নয় শুধুমাত্র, মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।" বর্তমানে দেশে আলোচিত প্রায় সব সংস্কার প্রস্তাবই বিএনপি'র ৩১ দফায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ৩১ দফা সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি দলটি ক্ষমতায় গেলে কী কী করবে সেসব বিষয়ে কথা বলেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

হাসিনাকে বিবৃতি থেকে বিরত রাখতে ভারতকে আহ্বান জানানো হয়েছে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ভারতে বসে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারবাহিকভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতিতে দেশটির কাছে একাধিকবার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে জানিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, তাকে বিরত রাখতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তৌফিক হাসান। তিনি বলেন, ভারতীয় হাইকমিশনার ও দেশটির সরকারকে জানানো হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভারতে যাওয়ার পর যেসব রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন তা ভালো চোখে দেখছে না বাংলাদেশ। দুই দেশের 'ঐতিহাসিক সম্পর্কের জন্য' তাকে এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত রাখা জরুরি বলেও প্রতিবেশীদের জানানো হয়েছে, বলেন মি. হাসান। আরেক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ভিসা ইস্যুতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর, তারা জানিয়েছেন জনবল সংকটের কারণে ভিসা প্রাপ্তির জটিলতা দূর করা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। পাঁচই অগাস্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। তারপর ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে সোলাইমান সেলিম কারাগারে

কারাগারে পাঠানো হয়েছে হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে এবং ঢাকা-সাত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. সোলাইমান সেলিমকে। তার রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী ২৭শে নভেম্বর দিন ধার্য করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদের আদালত। পাঁচই অগাস্ট চকবাজারে গুলিতে রাকিব হাওলাদার

নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মি. সেলিমকে আদালতে হাজির করা হয়। ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। তবে মামলার মূল নথি না থাকায় তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে আদালত রিমান্ড শুনানির তারিখ ধার্য করে। বুধবার রাতে ঢাকার গুলশানের একটি বাসা থেকে সোলায়মান সেলিমকে গ্রেফতার করে চকবাজার থানা পুলিশ। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

বান্দরবানে 'কেএনএফ-এর আস্তানায়' সেনাবাহিনীর অভিযান

বান্দরবানে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) এর 'আস্তানায়' অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। রুমা উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে সেনাসদস্যরা। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ। সেসময় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দুই পার্বত্য জেলা রাঙামাটি এবং বান্দরবানের মোট নয়টি উপজেলার সমন্বয়ে 'স্বশাসিত বা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা-সহ' পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে তারা। এর পরপরই বান্দরবানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে তাদের তৎপরতার কথা জানা যায়। তবে, এক পর্যায়ে তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিযোগ উঠলে র‍্যাব তা বন্ধে বড় ধরনের অভিযান চালায়। গত নভেম্বর থেকে সরাসরি শান্তি আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলো কেএনএফ। এরপর চলতি বছর ব্যাংকে হামলা চালিয়ে ব্যাংক ম্যানেজার অপহরণ ও অস্ত্র লুটের ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় আসে সংগঠনটি। প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে তারা এতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারলো? (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

নিজেই বাজার করি, চাপে আছি: খাদ্য উপদেষ্টা

উচ্চ দ্রব্যমূল্যের কারণে ক্রেতা হিসেবে নিজেও চাপে আছেন বলে জানিয়েছেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। বৃহস্পতিবার খাদ্য ভবনে এক বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেছেন, "আমি নিজেই বাজার করি, চাপে আছি।" যেসব বিষয় অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপে ফেলছে নিত্যপণ্যের উর্ধ্বগতি তার অন্যতম। তবে, নতুন ধান ও সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করলে বাজারে স্বস্তি ফিরে আসবে বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন মি. মজুমদার। আগামী রোববার থেকে সরকার এবারের আমন ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। উপদেষ্টা জানান, ধানের দাম কেজি প্রতি তিন টাকা বাড়িয়ে ৩৩ টাকা নির্ধারণ করা করা হয়েছে। আর, সংগ্রহের জন্য চালের দর ধরা হয়েছে ৪৭ টাকা। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলরকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ'

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলকে সুইজারল্যান্ডে হেনস্তার অভিযোগে জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করা হয়েছে। তাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত ৭ই নভেম্বর জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে দেশে ফেরার জন্য জেনেভা বিমানবন্দরে যান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সেসময় তিনি দূতাবাসের প্রোটোকলে ছিলেন। বিমানবন্দরে গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাকে ঘিরে ধরে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় আসিফ নজরুল একাই তাদের শান্ত করে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন। তার সঙ্গে জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সেলর মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান থাকলেও দুজনই চুপ ছিলেন। তাদের এমন নির্লিপ্ত ভূমিকার কারণে মুহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ড রিলিজের পাশাপাশি মিজানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ঘটনার দিন আসিফ নজরুল তাদের এমন নির্লিপ্ততার কারণ জানতে চাইলে কামরুল ইসলাম বলেছিলেন, আপনি কথা বলছিলেন, তাই আমি চুপ ছিলাম। পরে বুধবার মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনে জরুরি একটি পরিপত্র পাঠানো হয়েছে। সেখানে মিশনগুলোকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সরকারি সফরের সময় দুটি বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। প্রথমত, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিদেশ সফরের সময় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ প্রটোকল দেয়া বাংলাদেশের মিশনগুলোর বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যের কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, বিদেশি মিশনগুলোকে এ ধরনের সফর শুরুর আগেই সফরকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সফরের সময় যেকোনো অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে আরও সচেষ্ট থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

আরিচায় ড্রেজার পাইপের ফ্লোটারে আগুন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ড্রেজার বেইজ অফিসের সামনে রাখা ড্রেজিং মেশিনের পাইপ ভাসিয়ে রাখার ফ্লোটারগুলোতে আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিআইডব্লিউটিয়ের ড্রেজিং অফিসের পাশে যমুনা নদীর তীরে রাখা ড্রেজার পাইপের বয়ায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। বাতাসে আগুন ছড়াতে থাকায় ঘাট এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সকাল সাড়ে আটটার দিকে স্থানীয়দের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়

ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল হামিদ মিয়া বলেন, আগুনে ২৫ থেকে ৩০টি ড্রেজিংয়ের ফ্লোটার পুড়ে গিয়েছে। বলে জানা গেছে। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। নদীতে ড্রেজিংয়ের সময় পাইপ ভাসমান রাখার জন্য ফোম নির্মিত বয়া ব্যবহার করা হয়। যেগুলোর একেকটি ছয় থেকে সাত ফুট উঁচু এবং চার থেকে পাঁচ ফুট চওড়া। এই পাইপগুলোর মাঝের ছিদ্র দিয়ে ড্রেজিং পাইপ বসানো হয়। চলতি জুন মাসে ড্রেজিংয়ের জন্য আনা প্রায় আট ফুট উঁচু ও ১৬ ফুট ব্যাসের বেশকিছু পাইপ আরিচা পুরাতন লঞ্চঘাট এলাকার জেগে ওঠা চরে রাখা হয়। তবে পাইপ পাহারা দেওয়ার জন্য সংস্থার কোনো লোক নিযুক্ত ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

আহতদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে বিএনপি নেতারা, পাঁচ লাখ টাকা অনুদান

জুলাই অগাস্টে কোটা এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনে আহতদের দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে যান বিএনপি নেতারা। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ আহতদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের চিকিৎসার অগ্রগতির খোঁজখবর নেন। এ সময় চিকিৎসকরা আহতদের ব্যাপারে বিএনপি নেতাদের অবহিত করেন। বিএনপির পক্ষ থেকে আহতদের চিকিৎসায় পাঁচ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পরে সাংবাদিকদের সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আহতরা চিকিৎসা পেলেও তারা তেমন আর্থিক সহযোগিতা পাননি। "বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আন্দোলনে আহত ও নিহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে।" তিনি বলেন, "আহতদের পরিস্থিতি এখনও ভালো নয়। কিছু আহতের চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয়। তাদের দ্রুত বিদেশে পাঠানোর দাবি জানাচ্ছি। বিএনপির পক্ষ থেকে আজকে আহতদের পাঁচ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এর আগেও তাদেরকে সহযোগিতা করা হয়েছে।" এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আহত আন্দোলনকারীদের সচিবালয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

কুইক রেন্টালে দায়মুক্তির বিধান অবৈধ: হাইকোর্টের রায়

কুইক রেন্টাল সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০ এর নয় ধারায় দায়মুক্তি এবং ক্রয় সংক্রান্ত ধারায় মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত অবৈধ বলে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। রায়ে আদালত বলেন, দায়মুক্তি দিয়ে করা আইন অবৈধ এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তির একক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক দেশে থাকতে পারে না। এটি সংবিধান পরিপন্থি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দিয়েছেন। গত দোসরা সেপ্টেম্বর আইনটির নয় ধারায় দায়মুক্তি কেন অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিল হাইকোর্ট। সেই রুলের ওপর বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট এ রায় দেয়। এর আগে, কুইক রেন্টালে দায়মুক্তি এবং ক্রয় সংক্রান্ত ছয় এর দুই ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের দুইজন আইনজীবী। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ড. শাহদীন মালিক। রিটে বলা হয়, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে অস্বাভাবিক খরচ আর অনিয়মের কারণেই বারবার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। অথচ সেই অনিয়মকে বৈধতা দেয়ার জন্য আইন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব অনিয়মের কোনো বিচারও চাওয়া যাবে না—এটা জনস্বার্থবিরোধী ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আইনটির ছয়-এর ধারায় বলা আছে, জ্বালানিমন্ত্রী তার একক বিবেচনায় কোনো একক ব্যক্তি বা কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তার সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি সই করতে পারবেন। এখানে মন্ত্রীর একক বিবেচনায় যাকে ইচ্ছা, যত টাকায় ইচ্ছা চুক্তি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে নয় নম্বর ধারায় বলা আছে, কাকে চুক্তি দেয়া হয়েছে, কত টাকার চুক্তি করা হচ্ছে, এসব ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। দুটি ধারাই সংবিধানের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে এই আইনজীবী অভিযোগ করেন, ধারা দুটির অপব্যবহারের ফলে বিগত সরকারের আমলে কুইক রেন্টালের পাওয়ার প্ল্যান্টের নামে রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

শেখ মুজিবের ছবি সরানো নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব কী?

বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অপসারণের পর আরো অনেকগুলো দপ্তর থেকে তার ছবি সরিয়ে ফেলার খবর পাওয়া গেছে। ছবি সরানোকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও দেখা গেছে বিভিন্ন আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক। গত সোমবার ভোরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, শেখ মুজিবের ছবি "পিছনে টানিয়ে শপথ পাঠ" এর সমালোচনা করে ফেসবুক পোস্ট দেন। ওইদিন দুপুরেই অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সামাজিক মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন বঙ্গভবনের দরবার হলে তোলা তার একটি ছবি পোস্ট করে মি. রহমানের ছবি সরিয়ে ফেলার কথা জানান। "দরবার হল থেকে ৭১ পরবর্তী ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার যে আমরা ৫ই অগাস্টের পর বঙ্গভবন থেকে তার ছবি সরাতে পারিনি। ক্ষমাপ্রার্থী," লেখেন মাহফুজ আলম। এরপর সচিবালয়ের বাণিজ্য, নৌ পরিবহন ও স্থানীয় সরকারের মতো কয়েকটি দপ্তর থেকেও ছবি অপসারণের খবর দেখা গেছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কক্ষে এর আগে থেকেই শেখ মুজিবের ছবি ছিল না বলে বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সাল হাসান। এসব ঘটনার মধ্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম

মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর একটি মন্তব্য নতুন করে আলোচনার খোরাক জোগায়। বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো নিয়ে মন্তব্য করার কয়েক ঘণ্টার মাথায় দুঃখ প্রকাশ করে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন মি. রিজভী। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবের ছবি সরানো উচিত হয়নি।" পরে, "যেখানে সব রাষ্ট্রপতির ছবি থাকে সেখান থেকে শেখ মুজিবের ছবি নামানো হয়েছে" ভেবেছিলেন উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে রিজভী বলেন, "শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনে শেখ মুজিবের ছবি রাখার বাধ্যতামূলক আইন করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী আইনের কোনো কার্যকারিতা থাকতে পারে না। অফিস-আদালত সর্বত্রই দুঃশাসনের চিহ্ন রাখা উচিৎ নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের জন্য আমি দুঃখিত।" ২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে "জাতির জনকের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন আইন" করে আওয়ামী লীগ। ২০০২ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সেই আইন রহিত করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পরের মেয়াদে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে "জাতির পিতার প্রতিকৃতি" শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।" পরবর্তী সময়ে উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যেত। সঙ্গে দেখা যেত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি। ২০১৯ সালে একটি রিটের শুনানি শেষে আদালত কক্ষেও "জাতির জনকের" ছবি টাঙানোর আদেশ জারি করে হাইকোর্ট। বাংলাদেশের সংবিধানে "জাতির পিতা" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম বলে মনে করেন সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, আরো অনেক দেশে জাতির পিতা আছেন। তবে সেটি একটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি। কেউ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেনি। "সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জাতির পিতার অনুচ্ছেদ যোগ করা আওয়ামী লীগ থেকে হাসিনা লীগ হয়ে যাওয়ার আরেকটা বহিঃপ্রকাশ," বলেন মি. মালিক। তবে, শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় সরকারি দপ্তর বা আদালত থেকে সেসব ছবি অপসারণ করা শুরু হয়। বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেগুলোতে আর শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নেই। অনেক জায়গায় অগাস্টের পাঁচ তারিখের পরপরই তার এবং শেখ হাসিনার ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এদিকে, বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে ছবি অপসারণের পরদিন আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল পেজে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়, "সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তার উপদেষ্টারা যে সংবিধানের অধীনে শপথ গ্রহণ করেছে সেই সংবিধানে ৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি... সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয় থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে এই সরকার ও তার উপদেষ্টারা শপথ ভঙ্গ করেছেন," বলে দাবি করা হয়েছে দলটির পক্ষ থেকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা 'একাত্তর পরবর্তী' সময়কার শেখ মুজিবকে 'ফ্যাসিস্ট' এবং শেখ হাসিনার আমলে স্থাপিত তার ছবি বা ভাস্কর্যকে 'ফ্যাসিস্ট শাসনের প্রতীক' হিসেবে দেখেন। তাই, সেগুলো অপসারণের ব্যাপারে সোচ্চার। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলছেন, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে 'অ্যান্টি আওয়ামী লীগ' শক্তির বিজয় হয়েছে। "তারা তো তাকে জাতির পিতা হিসেবে মানতে রাজি নয়। এটা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে যায় না," যোগ করেন তিনি। রাজনীতিতে এ ধরনের ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন অধ্যাপক আহমেদ। তার মতে, "পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গত কয়েক দশকে ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। আর সেটির ভোগান্তি সাধারণ মানুষ ভোগ করতেই থাকবে।" সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন, বঙ্গভবনের ছবি ওঠানো-নামানো মন্ত্রীর (উপদেষ্টা) কাজ কি না। "কোনো উপদেষ্টা বঙ্গভবন থেকে ছবি সরানোর জন্য অথোরাইজড় নন," বলেন তিনি। যোগ করেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধানে আছে ততক্ষণ তার ছবি থাকা উচিত। সংবিধানে থাক আর না থাক", 'জাতির পিতা' হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রাখা উচিত বলে মনে করেন মি. পান্না। যদিও, "শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলে মনে করে না অন্তবর্তী সরকার," এমন কথা আরো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। সংবিধান সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। বিশ্লেষকদের ধারণা সংস্কারের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতের মাঝে এত ক্ষোভ কেন তৈরি হয়েছে?

হঠাৎ করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতরা 'চিকিৎসার দাবিতে' আন্দোলনে নামায় এবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গতকাল বুধবার ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) এবং জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও তাদের স্বজনরা দুপুর একটা থেকে রাত প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত, প্রায় সাড়ে ১৩ ঘণ্টা হাসপাতাল থেকে বিছানাপত্র এনে সড়কে অবস্থান করেছিলেন। ওই রোগীদের কারও কারও পা ছিল না, কেউ কেউ তাদের চোখ হারিয়েছেন। অনেকের ক্ষত এখনও শুকায়নি।

তারপরও তারা 'সুচিকিৎসা'র দাবিতে বিক্ষোভ চালিয়ে গেছেন। । বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ আবার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানও দিয়েছেন। জুলাই-অগাস্ট মাসে আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা নিয়ে এর আগেও কথাবার্তা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে আহতদের চিকিৎসা ও নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' করা হয়েছে। সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো যে আন্দোলনে আহত সবাইকে সুচিকিৎসা দেওয়া হবে। কিন্তু অভ্যুত্থানে আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের বড় অভিযোগই হলো— চিকিৎসা হচ্ছে না। কেন এমন অভিযোগ উঠছে? আহতের মাঝে ক্ষোভের জায়গাগুলো আসলে কী কী? আহতদের প্রধান অভিযোগ, তারা তিন মাস ধরে হাসপাতালে থাকলেও সরকার তাদের খোঁজ নেয়নি। সেইসাথে, আর্থিক সহায়তা হিসাবে যে এক লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা ছিল, তাও তারা পাননি। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে চিকিৎসা খরচ বাদে আনুষঙ্গিক আরও অনেক খরচ করতে হয় রোগীর পরিবারকে। অনেকেই বলেছেন, তাদের পরিবার সেই খরচের ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অনেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কেন বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তরও খোঁজ করেছেন তারা।

কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের তিন মাস হয়ে গেল। তারপরও আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত, আহতদের মাঝে এত ক্ষোভ বা অভিযোগ কেন? বিবিসি বাংলা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'– এর সাধারণ সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলমের কাছে। "ওনারা-আমরা আলাদা পক্ষ না। দুইটা এক পক্ষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– ওনাদের সুচিকিৎসার জন্য, বাইরে পাঠানোর জন্য যে ফান্ড প্রয়োজন; তার অভাব হবে না," বলছিলেন সারজিস আলম। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? "সমস্যাটা হলো প্রসেসিং-এর জায়গাতে," বলেন মি. আলম। তার মতে, তথ্য হালনাগাদ সংক্রান্ত কিছু জটিলতা ছিল এতদিন। কিন্তু "এখন সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিলে সেল গঠন করা হয়েছে; যারা সবকিছু দেখবে...অনেকের তথ্য এমআইএসে নাই। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করা প্রাথমিক লিস্ট এমআইএসে আছে। পরে নতুন তথ্য দেওয়া হয় নাই।" বিশেষ করে, যেসব আহত পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মি. আলম জানান, আহতদের অনেকে ফাউন্ডেশনের ফর্ম পূরণ করেছেন। কিন্তু তাদের তথ্য আইএমএস-এ না থাকার কারণে সেগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য রাখা হয়েছে। স্থানীয় সমন্বয়ক ও প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে। গতকালের বিক্ষোভের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, "ফান্ড পায়নি, গতকাল এমন সংখ্যা ছিল ২০-৩০ জন।" কারণ, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ), সাভার সিআরপি হাসপাতাল, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে "চেক বা সরাসরি ফান্ড" দেওয়া হয়েছে। শুরুর দিকে কিছু আহতদেরকে ৫০ হাজার এবং কিছু এক লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়েছিলো। এছাড়া, নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে বেশিও দেওয়া হয়েছে। "কিন্তু আমি জিএস হওয়ার পর আহতদেরকে এক লক্ষ করে টাকা দিতে বলেছি," বলছিলেন মি. আলম। সারজিস আলম জানান, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ২৪ হাজারের মতো আহত আছেন। তবে গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেকের তথ্য এখানে যোগ হয়নি। সেক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।

জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে গত দুই সপ্তাহে দুই শতাধিক নিহত ও পাঁচ শতাধিক আহতদের মাঝে অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। তবে সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত কতজনকে দেওয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি। সরকারি-বেসরকারিভাবে এর আগে অনেককে আর্থিক সহায়তা করা হলেও "কাগজে কলমে সবমিলিয়ে কতজনকে দেওয়া হয়েছে, সেটি বোঝার জন্যই কোলাবোরেশন টিম দরকার। এটির জন্যই একটি কমন প্ল্যাটফর্ম লাগবে। আহতদের ভেরিফিকেশন হলে অ্যাকশনে যাবে ফাউন্ডেশন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. আলম। তবে যেসব আন্দোলনকারী বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার কথা বলছেন, তাদের বিষয়ে সার্জিস আলমের বক্তব্য, "কিছু ডাক্তার বলেছে, প্রয়োজন নাই তবুও অনেকে বাইরে যেতে চায়। উনারা কেন যেন ভাবছে যে চিকিৎসার ঘাটতি হচ্ছে, তাই বাইরে যাবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে বিদেশ পাঠানো হবে। আহতদের জন্য বাজেট লিমিটেড না। এটা (এক লক্ষ টাকা) প্রাথমিকভাবে দেওয়া হচ্ছে, ধাপে ধাপে আরও দেওয়া হবে। আমরা তাদের জন্য মাসিক সম্মানী, পুনর্বাসন, উন্নত চিকিৎসার কথাও ভাবছি।" গতকাল দুপুরে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুককে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে আহতদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। কিন্তু তিনি হাসপাতালের চতুর্থ তলায় ভর্তি রোগীদের সাথে দেখা করে নিচে নেমে যাওয়ায় তৃতীয় তলার আহত রোগীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং নিচে নেমে বিক্ষোভ করেন। তাদের অভিযোগ, উপদেষ্টা সব আহতদের বিষয়ে খোঁজ নেননি, সবার সাথে দেখা করেননি। এক পর্যায়ে তারা স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটক করে এবং গাড়িতে কিল-ঘুসি মারে। একজন গাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে যান। কেউ কেউ গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো দেখে সারাহ কুক অন্য একটি গাড়িতে করে স্থান ত্যাগ করেন। তবে আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে পড়ে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা। পরে হাসপাতালের কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে ওখান থেকে বের হতে সহায়তা করে। কিন্তু তিনি চলে এলেও আহত ও তাদের স্বজনরা

হাসপাতালে ফিরে যাননি। সড়কে অবস্থান নেন। এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং মাঝ রাত পর্যন্ত সেই বিক্ষোভ চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাত আড়াইটায় সেখানে যান সরকারের চার উপদেষ্টা— আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নিহত মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধও ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা আশ্বস্ত হননি। চার উপদেষ্টা গিয়ে বিক্ষোভকারীদেরকে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে প্রায় সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর সড়ক থেকে হাসপাতালে ফিরে যান তারা। আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করে ডিসেম্বরের মধ্যে তা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন উপদেষ্টারা। জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মি. আলমও বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "নভেম্বরের মাঝে ভেরিফিকেশন হবে এবং ডিসেম্বরের মাঝে সবার কাছে ফান্ড পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।" গতকাল বিক্ষোভকারীরা সুচিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার দাবির কথা জানিয়েছিলেন। সেইসাথে, তারা স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগও চেয়েছেন। শুধু তারা নয়, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজেও সন্তুষ্ট নন অনেক পক্ষই। সারজিস আলম বলেন, "স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে আমরা (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) পুরোপুরি সন্তুষ্ট, তা না। কিন্তু এটাও বলতে পারবো না যে তিনি কোনও কাজ করছেন না। তবে এটা সত্যি যে যতটা দ্রুত হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না," তিনি যোগ করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ও জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এতদিন হয়ে গেছে, তারা কেন ওখানে পড়ে থাকবে? কেন তাদের চিকিৎসা হবে না? যেখানে সরকার পুরো খরচ বহনের কথা বলেছে। বহুদিন পরে তাদের এই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে। একশো দিন পরেও যদি আন্দোলন করতে হয়, তাহলে তা দুঃখজনক। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যখন তাদের (আহতদের) দায়িত্ব নিয়েছে, কিন্তু তারা (আহতরা সাহায্য) পায়নি, তাহলে বিক্ষোভ করা খুবই স্বাভাবিক," বলেন মি. হোসেন। "স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে তারা দায়ী করতেই পারে। এর মাঝে কোনও ভুল দেখছি না আমি," যোগ করেন তিনি। সমাধান হিসাবে তিনি বলেন, "যিনি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে, এমন একজনকে বসাতে হবে পঙ্গু হাসপাতালে। নইলে আপনি যতই ফাউন্ডেশন করেন, তাতে কাজ হবে না।" এ বিষয়ে জানতে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমকে কল করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

অনুশোচনা নেই আওয়ামী লীগে, অপেক্ষা অন্তবর্তী সরকার ব্যর্থ হওয়ার

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা হারানোর তিন মাস পরেও নিজেদের কৃতকর্মের বিষয়ে আওয়ামী লীগে কোনো অনুশোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং পুরো বিষয়টিকে এখনো 'ষড়যন্ত্র' হিসেবেই মনে করে দলটি। বিশেষ করে, গত জুলাই-অগাস্টের ছাত্র আন্দোলন দমনে যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাতে যত প্রাণহানি হয়েছে, সেটির দায় স্বীকার করে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি দলটিকে। দলটির শীর্ষ নেতারা এখনও বিশ্বাস করেন করেন যে, গণঅভ্যুত্থানের নামে "পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের" মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে উৎখাত করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। একই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নামে মামলা দিয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি তোলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন নেতারা। তবে এসবের মধ্যেই অগাস্ট পরবর্তী সাংগঠনিক বিপর্যয় কাটিয়ে দলটি আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। দেশে-বিদেশে আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীদের মধ্যে ইতোমধ্যেই যোগাযোগের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন নেতারা। তৃণমূলে কেউ কেউ এলাকায়ও ফিরতে শুরু করেছেন। কর্মী-সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে গণঅভ্যুত্থানের তিন মাস পর সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম কর্মসূচি দিতে দেখা গেছে আওয়ামী লীগকে। তবে এখনই সরকারবিরোধী আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নেই বলে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে। বরং দ্রব্যমূল্য, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও যে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, সেটি সামনে আরও বেড়ে অন্তবর্তী সরকার কতদিনে জনসমর্থন হারায়, আপাতত সেটিই দেখার অপেক্ষা করছেন তারা। তবে বিদেশে 'আত্মগোপনে' থেকে শীর্ষ নেতাদের বাংলাদেশে কর্মসূচি ঘোষণা করা নিয়ে দলটির তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের অনেকের ক্ষোভ দেখা গেছে। তারা বলছেন, এর মাধ্যমে তারা দেশে নেতা-কর্মীদের আরও বিপদের মুখে ফেলছেন। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ব্যর্থ হলেও নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা না চাইলে মাঠের রাজনীতিতে ফেরা আওয়ামী লীগের জন্য কঠিন হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানকে শুরু থেকেই 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র" হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে আওয়ামী লীগ। গত জুলাইয়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে দেশে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই প্রথম ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। "এটা যে একটা বিরাট চক্রান্ত, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল," গত ২৪শে জুলাই সাংবাদিকদের বলেন শেখ হাসিনা। ক্ষমতা হারানোর তিন মাস পরেও আওয়ামী লীগ একই কথা বলছে। "এটা (গণঅভ্যুত্থান) যে একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল, ইউনূস সরকারের কথাবার্তা ও কাজ-কর্মেই সেটি

ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনি আরও বলেন, "সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন।"

উল্লেখ্য যে, গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভে'র একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে তিনি বলেন, "এ (বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের) আন্দোলন খুব পরিকল্পিতভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিছুই হঠাৎ হয়নি।" আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সরকাবিরোধিতায় রূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াতের পাশাপাশি বিদেশি শক্তিরও ভূমিকা রয়েছে। "স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছে, তারাই এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশকে তারা ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায়," বলছিলেন সাবেক নৌপ্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। গত পাঁচই অগাস্টের পর ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও একই কথা জানিয়েছিলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। "আমি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, (আন্দোলনকারী) ছোট গোষ্ঠীটি বিদেশি একটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে প্ররোচিত হয়েছিল। আমি (পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা) আইএসআইকে প্রবলভাবে সন্দেহ করি।" যদিও এর আগেও বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমন ষড়যন্ত্রের কথা বহু বার বলা হয়েছে। কিন্তু টানা দেড় দশক ক্ষমতায় থাকার পরও আওয়ামী লীগ কেন কথিত সেই ষড়যন্ত্র রুখতে ব্যর্থ হলো? "ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেটা আমরা জানতাম। কিন্তু কোটা ইস্যু ধরে সেটি যে এতদূর গড়াতে পারে, ওইটা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীগুলোও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে গত জুলাই-অগাস্টে শেখ হাসিনার সরকার যেভাবে বলপ্রয়োগ করেছে এবং তাতে যত মানুষ হতাহত হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে ইতিহাসে সেটি নজিরবিহীন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, আন্দোলন চলাকালে তিন সপ্তাহে সাড়ে আটশ'র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই মারা গেছেন গুলিতে। এছাড়া আহত হয়েছেন ২০ হাজারেরও বেশি। তাদের মধ্যে অনেকেই হাত, পা এবং চোখ হারিয়েছেন; পঙ্গুত্বও বরণ করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু হতাহতের এসব ঘটনার পুরো দায় নিতে চায় না আওয়ামী লীগ। "শুরু থেকেই আমরা বলে আসছিলাম যে, এই আন্দোলনে একটা তৃতীয়পক্ষ রয়েছে, যাদের গুলিতে সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. নাছিম। পরিকল্পিত যেই 'ষড়যন্ত্রে'র কথা আওয়ামী লীগ বলছে, সেটির অংশ হিসেবেই এটি কথা হয়েছে বলে মনে করেন দলটির নেতারা। "সরকারের একজন উপদেষ্টাও তো এই কথা স্বীকার করেছেন যে, সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবহার করে না, অথচ সেই অস্ত্র দিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালানো হয়েছে," বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম।

উল্লেখ্য যে, অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ১২ই অগাস্ট তৎকালীন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে আহত আনসার সদস্যদের দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "আহত আনসার সদস্যদের বক্তব্য শুনে আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে। পুলিশের ফায়ার (গুলি) কম লাগছে তাদের। সিভিলিয়ান পোশাকে ৭.৬২ রাইফেলের গুলি লেগেছে। ম্যাসিভ ইনভেস্টিগেশন দরকার। এরা কারা? কাদের হাতে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল গেলো?" যদিও পরে মি. হোসেন দাবি করেন যে, গণমাধ্যমে তাকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। "আমি বলেছিলাম, পুলিশের কাছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু রাইফেল কারা দিয়েছে, এটা প্রথম আমি তদন্ত করবো...এমনকি আমি এ কথাও বলেছিলাম, সিভিলিয়ানদের হাতে আমি এই রাইফেল দেখেছি। দে আর নট পার্ট অব পুলিশ। আমি সেটাও তদন্তের কথা বলেছিলাম," গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে বলেন মি. হোসেন। তবে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকেই 'তৃতীয়পক্ষের গুলি' চালানোর বিষয়ে কথা বলে আসছিলো আওয়ামী লীগ। তাহলে তখন কেন তাদের দাবি অনুযায়ী ওই 'পক্ষটি'কে শনাক্ত করা সম্ভব হলো না। "সেটার কথা অবশ্যই মাথায় ছিল। কিন্তু তখন দেশে যে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল, সেটি সামাল দেওয়াকেই সরকার বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল," বলেন মি. নাছিম। আওয়ামী লীগ এসব কথা বললেও পুলিশ, বিজিবি ও দলটির বন্দুকধারী নেতাকর্মীরা যে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছে, সেটার অসংখ্য ছবি ও ভিডিও তখনই সামনে এসেছে। এমনকি "পুলিশের পোশাক পরে সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়েছে" এমন বক্তব্যও তখন এসেছে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের মুখ থেকে। "এরকম ঘটনা যে একেবারেই ঘটেনি, সেটা তো আমরা অস্বীকার করছি না। ঘটনাগুলোর তদন্তও তো আমরা শুরু করেছিলাম। সেগুলোর তদন্ত শেষ করলেই কার কতটুকু দায়, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম। গণঅভ্যুত্থানকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বললেও টানা দেড় দশক ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ যে কিছু ভুল করেছে, সেটি অবশ্য স্বীকার করছেন দলটির শীর্ষ নেতারা। "আওয়ামী লীগ তো আসমান থেকে আসা কোনো দল না। আমরা সবাই মানুষ। কাজেই দেশ পরিচালনার সময় কিছু ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিছু ভুল-ত্রুটি তো ছিলই," বলছিলেন বাহাউদ্দিন নাছিম।

আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনামলে বড় একটি অভিযোগ ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে। বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে, ওই সময় 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের' নামে অন্তত এক হাজার ৯২৬ জন মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। এর বাইরে, অসংখ্য মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন,

যাদের কেউ কেউ শেখ হাসিনার পতনের পর এখন ফিরেও আসছেন। যদিও গুম হওয়া ব্যক্তিদের একটি বড় অংশের এখনও কোনো সন্ধান পায়নি পরিবার। এর বাইরে, অনিয়ম-দুর্নীতি, জমি দখল, বিদেশে বিপুল অর্থপাচারসহ আরও অনেক অভিযোগ সামনে এসেছে। আওয়ামী লীগের গত তিন মেয়াদের শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছরে গড়ে ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। অর্থপাচার করে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী-এমপিদের অনেকে বিদেশে বিপুল সম্পত্তির মালিকও হয়েছেন। "আমরা এখন আত্ম-সমালোচনা করছি। যেসব ভুল আমরা করেছি, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন সামনে এগুতে চাই," বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম। এক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি, জমি দখল, অর্থপাচারসহ অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? "আওয়ামী লীগ সবসময়ই এগুলো বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিল, থাকবে। কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা দলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে," বলেন মি. নাছিম। গত পাঁচই অগাস্ট ক্ষমতা ছেড়ে শেখ হাসিনা আকস্মিকভাবে ভারতে চলে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। এর মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে দলটির কার্যালয়, নেতাকর্মীদের বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে জীবন 'বাঁচাতে' আত্মগোপনে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না বলে জানাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। "আমাদেরকে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। যেভাবে হামলা ও হত্যা করা শুরু হয়েছিল, তাতে আত্মগোপনে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না," বলছিলেন মি. নাছিম।

গত তিন মাসে 'আত্মগোপনে' থাকা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। কেউ কেউ দেশও ছেড়েছেন। এদিকে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে দুই শতাধিক মামলা হয়েছে, যেগুলোর বেশিরভাগই হত্যা মামলা। একইভাবে, দলটির অন্যান্য নেতাকর্মীদেরকেও অসংখ্য মামলায় আসামি করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। "আমাদের নেত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলা দেওয়া হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। জুলাই থেকে গত চার মাসে হামলায় দলটির কয়েকশ নেতাকর্মী নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে আওয়ামী লীগ। "ইতোমধ্যেই আহত-নিহতদের তথ্য সংগ্রহ আমরা শুরু করেছি," বলেন মি. চৌধুরী। সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা দিয়ে সম্প্রতি আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বাতিল করা হয়েছে ১৫ই অগাস্টের শোক দিবস, সংবিধান দিবসসহ জাতীয় আটটি দিবস। এখন 'গণহত্যার' অভিযোগে আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ অন্য নেতাদের বিচার করার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এমনকি দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করারও দাবি করছেন অনেকে। "এগুলোর সবই ষড়যন্ত্রের অংশ," বলছিলেন মি. চৌধুরী। আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। "অতীতেও এমন চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেউ আওয়ামী লীগকে দাবাতে পারেনি, এরাও পারবেন না," বলেন মি. চৌধুরী। পাঁচই অগাস্টের পর নেতারা 'আত্মগোপনে' চলে যাওয়ায় নেতৃত্বশূন্যতায় চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। তিন মাস পর সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দলটি। দেশে-বিদেশে 'আত্মগোপনে' থাকা নেতাদের মধ্যে যোগাযোগের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। "নিয়মিতভাবেই এখন আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে, আলাপ-আলোচনা হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এমনকি তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার একাধিক ফোনালাপও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। যদিও ফোনালাপগুলোর আসল কি না, বিবিসির পক্ষে স্বাধীনভাবে সেটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে দলীয় সভাপতির সঙ্গে যে যোগাযোগ হচ্ছে, সেটি অবশ্য স্বীকার করছেন নেতারা। "শুধু নেতাদের সঙ্গেই না, সাধারণ কর্মী ও মানুষের সঙ্গেও আমাদের নেত্রীর যোগাযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনা করছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন," বলেন মি. চৌধুরী। মূলত দলের 'দিশেহারা' নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করে 'বিপর্যস্ত' আওয়ামী লীগকে ফের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনা সরাসরি কথা বলছেন বলে জানাচ্ছেন তার দলের নেতারা।

একইসঙ্গে, দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ ও এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলেও এখন আওয়ামী লীগকে বেশ সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। দলকে সংগঠিত করাই এখন আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যেই দশই নভেম্বর ঢাকার গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে নূর হোসেন দিবস পালনের ডাক দেয় আওয়ামী লীগ। যদিও দলটির কর্মী-সমর্থকদের সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। এরপরও অল্প যে কয়েকজন সেখানে গিয়েছিলেন, তারা হামলা ও মারধরের শিকার হয়েছেন। "এই সরকার আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্ট বলে। অথচ তারা নিজেরাই যে সবচেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট, মানুষ সেটি দেখেছে। দেখেছে, কীভাবে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে," বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম। সাম্প্রতিক এই কর্মসূচির মাধ্যমে দলকে সংগঠিত করার পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকার, সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দল কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, সেটিও বুঝতে চেয়েছে আওয়ামী লীগ। এবার যে অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে, সেটির প্রেক্ষিতেই দলটি আগামীর কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তবে আপাতত সরকার বিরোধী বড় কোনো কর্মসূচিতে যাওয়ার পরিকল্পনা দলটির নেই বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন নেতারা। "আত্মগোপনে থাকার পরও আমাদের

নেতাকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় গণমানুষের জন্য যে ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেটাই আমরা গ্রহণ করবো," বলছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নাছিম।

কিন্তু নেতারা যেখানে 'আত্মগোপনে', সেখানে কর্মীদের দিয়ে কি কর্মসূচি সফল করা যাবে? "আওয়ামী লীগ কর্মী নির্ভর রাজনৈতিক দল। ফলে কে নেতা বা তারা কোথায়, সেটা বড় কথা না," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. চৌধুরী। কর্মসূচি দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ধীরে চলো নীতি'তে সামনে এগোতে চায় আওয়ামী লীগ।

"আওয়ামী লীগ কখনো ফুরিয়ে যায়নি, আওয়ামী লীগ ফুরিয়ে যাবেও না। আওয়ামী লীগ সচেতনভাবেই এখন চুপ আছে," সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক বাংলা গণমাধ্যম চ্যানেল এসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ। তিনি আরও বলেন, "এখন যদি আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে (মাঠে) নামতাম, তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে আবার অনেকে বলতো যে, আমাদের কারণে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারছে না...আমরা একটু নিশ্চুপ আছি, যাতে আমাদের ওপর দোষ না আসে।" অন্তর্বর্তী সরকার কখন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, দলটি এখন সেই অপেক্ষায় রয়েছে। "দেশের ক্ষতি করার জন্য এরা যে মিথ্যা বলে ও ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখল করেছে, সেটা জনগণ বুঝে গেছে। খুব শিগগিরই এদের পতন ঘটবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগ নেতা খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পর হামলার ভয়ে দেশের বেশিরভাগ এলাকায় দলটির নেতাকর্মীরা গা ঢাকা দিয়েছিলেন। গত তিন মাসে পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়ে আসায় তাদের কেউ কেউ নিজ এলাকায় ফিরতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ঘোষণার পর আবারও ঘর ছাড়তে হয়েছে বলে জানাচ্ছেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। "নিজেরা নিরাপদে থেকে বিদেশে বসে বসে নেতারা যে কর্মসূচি ঘোষণা করছেন, তারা কি আমাদের কথা ভাবেন? ভেবে থাকলে এমন কর্মসূচি তারা এখন কীভাবে ঘোষণা করেন? " বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন আওয়ামী লীগের উপজেলা পর্যায়ের একজন নেতা। একই সুরে কথা বলেছেন তৃণমূলের অন্য নেতারাও। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা দলীয় কোনো কর্মসূচিতেই অংশ নিবেন না বলে জানিয়েছেন। "দলের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছি। তাতে লাভ কী হয়েছে? মার খাই আমরা, রক্ত দিই আমরা, আর হাইব্রিড নেতারা এসে অর্থ-সম্পদের মালিক হয়," বলছিলেন দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলার ইউনিয়ন পর্যায়ের এক নেতা। তিনি অবশ্য এখনও এলাকাতেই অবস্থান করছেন। "এলাকাতেই আছি। কিন্তু বাড়ির বাইরে খুব একটা বের হই না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তারা দু'জনই মনে করেন যে, জুলাই-অগাস্টের ছাত্র আন্দোলন দমনে সরকার ও দলের বিতর্কিত ভূমিকার জন্য আওয়ামী লীগের দুঃখপ্রকাশ করা উচিৎ। "ভুল যে হয়েছে, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নাই। এখন টপ লিডারদের ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের," বলছিলেন দক্ষিণবঙ্গের তৃণমূল নেতা। "কিন্তু এভাবে কতদিন? তৃণমূলের নেতাকর্মীদের কথা বিবেচনা করে হলেও দলের উচিৎ দুঃখপ্রকাশ করা," বলেন তিনি। তৃণমূলের নেতারা কেউই তাদের নাম প্রকাশ করতে চাননি। ভুল স্বীকার করে ক্ষমা না চাইলে রাজনীতির মাঠে ফেরা আওয়ামী লীগের জন্য কঠিন হবে বলে জানাচ্ছেন বিশ্লেষকরা। "রাজনীতিতে ফিরে আসতে হলে আওয়ামী লীগকে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই ফিরে আসতে হবে। আর সেজন্য কর্তৃত্ববাদী শাসনের চালানোর জন্য ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জোবাইদা নাসরিন। একই অভিমত দিয়েছেন আরেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমদ। "ক্ষমা চাইলে তো এদেশের মানুষ ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এখনও ক্ষমা চায়নি এবং চাইবে বলেও মনে হচ্ছে না। কারণ ক্ষমা চাইলে তাদের রাজনীতিটা আর থাকে না," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আহমদ। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক ৬৫৮৫ কোটি টাকার তারল্য সহায়তা দিয়েছে ৭ ব্যাংককে

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ঘাটতি মেটাতে ৭ ব্যাংককে ৬ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকার তারল্য সহায়তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এবং মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা সাংবাদিকদের জানান, "অতিরিক্ত টাকা না ছাপিয়েই এই সহায়তা করা হচ্ছে। কারণ তহবিলটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্যারান্টির অধীনে আন্তঃব্যাংক ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।" তিনি জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজন অনুযায়ী এই সহায়তা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। এটি নির্ভর করবে ব্যাংকগুলোর চাহিদার ওপর। এ পর্যন্ত ১০টি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল ব্যাংক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ৭টি তারল্য সংকটে থাকা ব্যাংককে অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এই তারল্য সহায়তা সত্ত্বেও, কিছু ব্যাংক এখনো আমানতকারীদের অর্থ দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। আগের সরকারের আমলে আগ্রাসী ঋণ বিতরণের কারণে এ সমস্যা তৈরি হয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ নারগীস)

কুইক রেন্টালে দায়মুক্তি দেওয়া ছিল অবৈধ : হাইকোর্ট

কুইক রেন্টাল আইন নামে পরিচিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০–এর ৯ ধারায় দায়মুক্তির বিধান অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। বৃহস্পতিবার

(১৪ নভেম্বর) দায়মুক্তির বিধান চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের ওপর চূড়ান্ত শুনানি করে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের 'পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের প্রচার'-সংক্রান্ত ৬(২) ধারা ও 'আদালত ইত্যাদির এখতিয়ার রহিত করা'-সংক্রান্ত ৯ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক ও মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম আবেদনকারী হয়ে এ বছরের অগাস্টে রিটটি করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন।

সংবিধানের নির্দেশনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ওই আইনের ৬(২) এবং ৯ ধারা কেনো আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়। এই রুলের ওপর ৭ নভেম্বর শুনানি শেষ হয়। সেদিন শুনানি নিয়ে আদালত ১৪ নভেম্বর রায়ের জন্য দিন রাখেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ড. শাহদীন মালিক।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০-এর ৯ ও ৬ (২) ধারা অনুযায়ী, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনো কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন বা মামলা করা যাবে না। এই ধারা দুটি চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। রিটে বলা হয়, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে অস্বাভাবিক খরচ আর অনিয়মের কারণেই বারবার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। অথচ সেই অনিয়মকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আইন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব অনিয়মের কোনো বিচারও চাওয়া যাবে না, এটা জনস্বার্থ বিরোধী ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ডঃ শাহদীন মালিক সাংবাদিকদের জানান, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০' সাধারণত কুইক রেন্টাল আইন নামে পরিচিত। আইনটির ৬-এর (২) উপধারা ও ৯ নম্বর ধারার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছি। তিনি বলেন, আইনের ৬–এর (২) উপধারায় বলা আছে, মন্ত্রী তার একক বিবেচনায় কোনো একক ব্যক্তি বা কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তার সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবেন। এখানে মন্ত্রীর একক বিবেচনায় যাকে ইচ্ছা, যত টাকায় ইচ্ছা চুক্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর আইনটির ৯ নম্বর ধারায় বলা আছে, কাকে চুক্তি দেওয়া হয়েছে, কত টাকার চুক্তি করা হচ্ছে, এসব ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে আদালতে শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। দুটি ধারাই সংবিধানের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে এই আইনজীবী অভিযোগ করেন, ধারা দুটির অপব্যবহারের ফলে বিগত সরকারের আমলে কুইক রেন্টালের পাওয়ার প্ল্যান্টের নামে রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ৬(২) ধারা অনুযায়ী বেশ কিছু কুইক রেন্টাল আইন স্থাপন করা হয়েছে। কুইক রেন্টাল আইন অনুযায়ী বিদ্যুত সরবরাহ করুক আর না করুক তারা টাকা পাবে। এই ধারা মূলত লুটপাটের বিশেষ বিধান আইন হয়ে গেছে। এ জন্য আদালত ৬(২) ধারাকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আইনের এই ৬(২) ধারায় অধীনে যেসব চুক্তি হয়েছে, সেগুলো সরকার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবে এবং যাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাদের স্বার্থে চুক্তির শর্ত পরিবর্তন করতে পারবে, দরকষাকষি করতে পারবে। এখন সরকার পুনর্মূল্যায়ন করে যারা বসে বসে টাকা নিচ্ছে তাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনটি ২০১০ সালের ১২ অক্টোবর প্রণয়ন করা হয়।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ আলী আহমেদ)

জেনেভায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হয়রানির ঘটনায় মিশনের শ্রম কাউন্সেলরকে প্রত্যাহার

সুইজারল্যান্ডের জেনেভার বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের কাউন্সেলর (শ্রম শাখা) মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁকে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে। সম্প্রতি জেনেভায় আইন উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুলের হয়রানির পর কামরুল ইসলামকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ৭ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) দেশে ফিরছিলেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি দূতাবাসের প্রটোকলে গাড়িতে করে জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। এ সময় আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান নামে আরেকজন।

বিমানবন্দরে আসিফ নজরুল গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করেন। এ সময় মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চুপ ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জেনেভা বিমানবন্দরে 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতে দিতে কিছু লোক আক্রমণাত্মকভাবে আসিফ নজরুলের মুখোমুখি হয়েছেন। বিসিএস ২৯ ব্যাচের কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ২০২১ সালে জেনেভার বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইংয়ে যোগ দেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

ভারত থেকে শেখ হাসিনার বক্তব্য-বিবৃতি, ভালোভাবে দেখছে না অন্তবর্তী সরকার

ভারতে পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া রাজনৈতিক বিবৃতি অন্তবর্তী সরকার ভালোভাবে নিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তৌফিক হাসান। আজ (বৃহস্পতিবার) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একাধিকবার বাংলাদেশে

ভারতীয় হাই কমিশনার ও ভারত সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময়ে ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে যে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিচ্ছেন, সেটি বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না।" এ ব্যাপারে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশের পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে ভারতকে অনুরোধ করা হয়েছে। তৌফিক হাসান বলেন, "আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এটির জন্য আসলে এ ধরনের বক্তব্য থেকে তাকে বিরত রাখাটা খুবই জরুরি।" শেখ হাসিনাকে বিবৃতি প্রদানে বিরত থাকার বিষয়ে দিল্লির বক্তব্য জানতে চাইলে মুখপাত্র বলেন, আমরা বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছি। এটা তার সরকারের কাছে বলবেন। আমরা আসলে অফিশিয়ালি কোনো রেসপন্স (সাড়া) পাইনি। তারা বিষয়টি দেখবেন—এ রকম জানিয়েছেন।" শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ জানতে চাইলে তৌফিক হাসান জানান, "আসলে এই বিষয়টা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এখানে যদি কনসার্ন মিনিস্ট্রি বা অফিস থেকে আমাদের জানানো হয়...আমাদের কিন্তু অফিশিয়ালি সেভাবে জানানো হয়নি। সে রকম যদি আমরা নির্দেশনা পাই আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেব।" সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ভারতে কতজন বাংলাদেশি পালিয়ে গেছেন আর তাদের সংখ্যা সরকার জানে কিনা—এমন প্রশ্নে মুখপাত্র বলেন, সত্যিকার অর্থে এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই। জুলাই-আগস্টে আহত শিক্ষার্থীদের ভারতে চিকিৎসার বিষয়ে কোনো আলোচনা আছে কিনা—জানতে চাইলে তৌফিক হাসান বলেন, "এটি আমাদের জানা নেই। চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতে কেউ অনুরোধ করেছেন—এমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। কেউ অনুরোধ করেছে কিনা জানা থাকলে হয়তো আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।" এ ব্যাপারে সরকার কোনো অনুরোধ করেনি বলেও জানান মুখপাত্র। কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের প্রবল গণআন্দোলন ও জনরোষের মুখে ৫ আগস্ট গণভবন থেকে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। ভারত থেকে বাংলাদেশ ও বিদেশে অবস্থান করা নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার কয়েকটি ফোনালাপ প্রকাশ হওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৪.১১.২০২৪, এলিনা)

বরিশালের সেই কর্মকর্তাকে ঢাকার হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে পুলিশ

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বরিশালের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই রিমান্ড আবেদন করেছে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বরিশালের গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাকে বরিশাল মহানগর এলাকা থেকে গতকাল বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের বরিশাল রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) কার্যালয় থেকে গত মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে তুলে নেওয়া হয়। এরপর থেকে আর তার খোঁজ পায়নি পরিবার। আলেপ উদ্দিনের স্ত্রী ওয়াফা নুসরাত গতকাল রাত ১০টার দিকে বলেন, আগের দিন (মঙ্গলবার) দুপুরে আলেপ উদ্দিনকে তুলে নেওয়ার সময় তিনি স্ত্রীকে ফোন করে বলেছিলেন, বরিশালের ডিবি তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তার জানামতে, আলেপ উদ্দিনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। কিন্তু তাকে কেন তুলে নিয়ে গেছে, কোথায় রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানতে পারছেন না। ইতিমধ্যে ২৪ ঘণ্টার অনেক বেশি সময় পার হয়ে গেছে, এখন পুরো পরিবার উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর আটক বা গ্রেপ্তারের কারণ এবং তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, সেটি পরিবারকে জানানোর বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। আলেপ উদ্দিন পুলিশের ৩১তম বিসিএস কর্মকর্তা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় তিনি পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) কর্মরত ছিলেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার।(তেহরান ওয়েবপেজ : ২০৩০ ঘ. ১৪.১১.২০২৪, এলিনা)

সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে, নির্বাচন কত দ্রুত হবে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভোটের মাধ্যমে দেশে একটি নতুন সরকার নির্বাচিত করার আগে নানা সংস্কার দরকার। গতকাল (বুধবার ১৩ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ কথা বলেন ড. ইউনূস। তিনি বর্তমানে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে (কপ২৯) অংশ নিতে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অবস্থান করছেন। এই সম্মেলনের ফাঁকে এএফপিকে সাক্ষাৎকার দেন তিনি। শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূস বলেন, সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে, নির্বাচন কত দ্রুত হবে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তিনি দেশকে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমরা দিয়েছি। আমরা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচন দেব এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরা ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন।' প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের পাশাপাশি সরকার, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনী বিধিমালার কাঠামোর বিষয়ে দেশে দ্রুত ঐকমত্য দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা অন্তর্বর্তী সরকার। তাই আমাদের মেয়াদ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।' উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন হয়।

এরপর অন্তর্বর্তী সরকারকে নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনূসের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রথমে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে লাখো মানুষ প্রতিবাদ–বিক্ষোভে নামেন। পরে তা শেখ হাসিনার ১৫ বছরের কঠোর শাসনের অবসানের দাবিতে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে করে ভারতে পালিয়ে যান। এর আগে ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন, যাদের মধ্যে অনেকে পুলিশের নৃশংস দমন–পীড়নে প্রাণ হারান। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে বাংলাদেশ অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার শাসনামলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের গণগ্রেপ্তার ও বিচারবহির্ভূত হত্যার বিষয়টি আছে। ড.ইউনূস বলেন,'যেকোনো সরকারই স্থিতিশীলতার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবে। আমরাও উদ্বিগ্ন।' তিনি বলেন, 'আশা করছি, আমরা এটি সমাধান করতে পারব এবং শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পাব।'(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৪.১১.২০২৪, এলিনা)

এনএইচকে

আর্থিক অবদান প্রশ্নে মতবিরোধ নিয়ে শেষ হয়েছে কপ২৯ শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ ২৯ নামে পরিচিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের শীর্ষ প্রতিনিধিরা তাদের বৈঠক শেষ করেছেন। মঙ্গল এবং বুধবার অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন-পর্যায়ের বৈঠকে প্রায় ৮০ টি দেশ ও অঞ্চলের নেতা ও প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছিলেন। তাদের আলোচ্যসূচির শীর্ষে ছিল ২০২৫ সালের জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক অবদান ঠিক করে নেয়া। দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির নেতারা আর্থিক অবদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ এবং অন্যান্য উন্নত দেশ অবদানকারীর ভিত্তি সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে এবং উদীয়মান অর্থনীতির প্রতিও ব্যয় বহন করার আহ্বান জানায়। তবে চীন ও অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতি উন্নত দেশগুলিকে প্রথমে অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে দাবি জানিয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা ২২শে নভেম্বর ফলাফল সংক্রান্ত একটি ঘোষণা গ্রহণের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাবেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

তারল্য সংকটে থাকা ৯ ব্যাংকের গ্রাহকদের ভোগান্তি

বাংলাদেশের কমপক্ষে নয়টি ব্যাংক গ্রাহকদের চাহিদা মতো টাকা দিতে পারছে না। কোনো কোনো ব্যাংক সারাদিন বসিয়ে রেখে গ্রাহকদের টাকা না দিয়ে পরের দিন যেতে বলছে। প্রায় প্রতিদিনই ব্যাংকগুলোতে গ্রাহকদের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে। গ্রাহকরা ব্যাংকে জমানো টাকা নিয়ে আতঙ্কে আছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে এরইমধ্যে তারা অন্য সবল ব্যাংকের মাধ্যমে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজে কোনো টাকা দেবে না। যে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চাহিদা মতো টাকা দিতে পারছে না সেগুলো হলো: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউসিবি, এক্সিম ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। ঢাকার কারওয়ান বাজারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের গ্রাহক মুশফিকা নাজনীন। ওই ব্যাংকে তার কয়েক লাখ টাকা আমানত আছে। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ''এই ব্যাংকে আমার স্থায়ী আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাব আছে। ব্যাংক গত দুই মাস ধরে এক দিনে পাঁচ হাজার টাকার বেশি দিচ্ছে না। সামনের মাসে নাকি দিনে দুই হাজার টাকার বেশি পাওয়া যাবে না।'' নাজনীন জানান, ''আমি আতঙ্কে আছি যে, শেষ পর্যন্ত আমার টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে পারব কিনা।" আরেক গ্রাহক দীপু সিকদার বলেন, ''এই ব্যাংকে আমার স্যালারি অ্যাকাউন্ট। প্রতি মাসে আমার বেতন জমা হলেও তা একবারে তুলতে পারি না। প্রতিদিন পাঁচ বা দুই হাজার টাকা করে তুলি। আজ (বৃহস্পতিবার) কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত আমাকে টাকা দেয়নি। আমি বাসা ভাড়া দিতে পারি না, বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দিতে পারি না। হাসপাতালের বিল দিলেও ব্যাংক টাকা দেয় না,'' বলে জানান তিনি। আরো কয়েকটি দুর্বল ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্যাংকগুলো দুপুরের পর টাকা দেয়। গ্রাহকরা সকালে গিয়ে বসে থাকেন। দুপুরের পর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেরা হেড অফিস থেকে কিছু টাকা নিয়ে আসেন। তারপর সেই টাকা গ্রাহক হিসাব করে ভাগ করে দেন। কেউ পাঁচ হাজার, কেউ ১০ হাজার এবং কেউ দুই হাজার টাকা পান। আবার কেউ খালি হাতে ফিরে যান। শাকের আরজু নামের একজন গ্রাহক জানান, ''বৃহস্পতিবার ছয় ঘণ্টা বসে থেকে কারওয়ান বাজারের ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছি। মাসের খরচের টাকা তুলতে প্রতিদিনই ব্যাংকে যেতে হয়। অন্য কাজ ফেলে ব্যাংকে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।" ওই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার টুটুল আহমেদ বলেন, ''আমরা যে তারল্য সংকটে ভুগছি এটা তো সবার জানা। আমাদের পক্ষে গ্রাহকের চাহিদা মতো টাকা দেয়া আপাতত সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি। আশা করি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।''

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ৯টি ব্যাংকের চলতি হিসাবের ঘাটতি ১৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এস আলমমুক্ত করা ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাত হাজার ২৬৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকার ঘাটতি রয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিন হাজার ৩৯৪ কোটি টাকার ঘাটতি স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকের। বাংলাদেশ ব্যাংকের

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, টাকা ছাপিয়ে ওই সব ব্যাংককে দেয়া হবে না। যেসব ব্যাংকে উদ্বৃত্ত তারল্য আছে তাদের দুর্বল ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গ্যারান্টার হবে। তবে তাতে তেমন সাড়া মিলছে না। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদও বলেছেন, দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সরকারের দিক থেকে কোনো টাকা দেয়া হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিনা প্রয়োজনে গ্রাহকদের ওইসব ব্যাংক থেকে টাকা না তোলার অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থনীতি বিশ্লেষক মামুন রশিদ বলেন, ''বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে দুর্বল ব্যাংককে সহায়তা করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো দুর্বল ব্যাংকগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। মানুষ যদি ভয় পেয়ে ব্যাংক থেকে তাদের টাকা প্রয়োজন না হলেও তুলে নেয় তাহলে দুর্বল ব্যাংক আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। এই ক্ষেত্রে গ্রাহকদের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংকেরও দায়িত্ব আছে। যদি বাংলাদেশ ব্যাংক বলে বিনা প্রয়োজনে কেউ টাকা তুলবেন না তাহলে তো প্যানিক ছাড়াবে। টাকা তোলার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কমিউনকেশন একটি বড় কথা। সেই কমিউনিকেশনে দুর্বলতা থাকলে হবে না। আস্থার জায়গা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংককে।'' যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিন বলেন, ''ওই ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের আমানত থেকে টাকা দিতে আইন অনুযায়ী বাধ্য। কিন্তু তারা সারেন্ডার করছে। গ্রাহক যদি চেক ডিসঅনার করাতে পারেন তাহলে সে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সেটা তো তারা করছে না। তারা চেক ফিরিয়ে দিচ্ছে।'' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''গ্রাহকরা যদি টাকা না পান এই অবস্থায় তাদের তেমন কিছু করার নেই। শুধুমাত্র ব্যাংক দেউলিয়া হলে একজন গ্রাহক যত টাকাই ব্যাংকে জমা রাখুন না কেন সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা পাবেন। তবে বাংলাদেশে ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষণার রেকর্ড নাই।'' মো. নুরুল আমিন বলেন, ''বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু ওই ব্যাংকগুলোকে অর্থ সহায়তা দেবে না বলেছে তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত হবে যেসব ব্যাংকের তারল্য বেশি আছে তাদের আরো বেশি টাকা ওই ব্যাংকগুলোকে দিতে উৎসাহিত করা। আর গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা ফেরানোর জন্য কিছু করা। আস্থা ফিরলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'' অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক খাত বিশ্লেষক ড. মাহফুজ কবির বলেন, ''ব্যাংকিং খাতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে লুটপাটের ফলে এই পরিস্থিতি হয়েছে, এটা তো সবার জানা। কিন্তু সেটা বললেই তো আর ব্যাংকগুলোর অবস্থা ভালো হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।'' তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা দেবে না সেটা বলে গো ধরে বসে থাকলে হবে না। কারণ, ব্যাংক ও গ্রাহকের তো অভিভাবক কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাই তাদের উচিত হবে পরিকল্পনা করে টাকা দেয়া। এটা শুরু করলে গ্রাহকদের আস্থা ফিরবে। গ্রাহকের আস্থা ফিরলে ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়াবে। নয়তো পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। এক পর্যায়ে তারা হয়তো টাকাই দিতে পারবে না।'' ড. কবির বলেন, ''বাংলাদেশ ব্যাংক এখন পর্যন্ত এই ব্যাংক খাতে যারা লুটপাটের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সেটা নেয়াও জরুরি।'' এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''দুর্বল ব্যাংকগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন কোনো পরিকল্পনা আপাতত নাই। যেভাবে চলছে সেভাবে চলবে।" গ্রাহকরা চাহিদা মতো টাকা তুলতে পারবেন কিনা, না পারলে সমাধান কী? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''নতুন কোনো সমাধান নেই। এভাবেই চলবে।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত: ড. ইউনূস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ যতটা সম্ভব ছোট হওয়া উচিত। বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে কবে নির্বাচন হতে পারে সে বিষয়েও মতামত তুলে ধরেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ধনী দেশগুলো কীভাবে দরিদ্র এবং আক্রান্ত দেশগুলোর সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়েও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন ড. ইউনূস। বর্তমানে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে (কপ২৯) অংশ নিতে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অবস্থান করছেন ড. ইউনূস। সম্মেলনের ফাঁকে এএফপিকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন তিনি। ড. ইউনূস বলেন, ''আমরা হলাম অন্তর্বর্তী সরকার, আর তাই মেয়াদ কাল যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।"

বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট মাসে শিক্ষার্থী-জনতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর দেশ ত্যাগ করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই আন্দোলনে শিশু-কিশোরসহ প্রায় দেড় হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। এমন উত্তপ্ত এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন ড. ইউনূস। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মাথায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেন, ''যেভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেভাবেই একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা হবে।'' নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু না বললেও, ড. ইউনূস জানান, কত দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটি নির্ভর করবে কত দ্রুত গণতান্ত্রিক সংস্কার করা হচ্ছে তার উপর। এর জন্য দ্রুততার সাথে একটি মতৈক্য তৈরির আশা করেছেন বলেও জানান তিনি।

ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃৎ ড. ইউনূস জলবায়ু সম্মেলনে আক্রান্ত দেশগুলোর অর্থায়ন নিয়ে আলোচনার বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটি কোনো গোপন বিষয় নয় যে, ধনী দেশগুলোর উচিত দরিদ্র দেশগুলোকে পরিবর্তিত জলবায়ু

পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থায়ন করা। ''এটি এমন নয় যে, আমরা আপনাদের দয়ায় এটি চাইছি। আমরা এই অর্থ চাইছি, কারণ এই সমস্যার মূলে আপনারা।'' বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলনকে তিনি 'মাছের বাজারের মতোও' উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয়, বিভিন্ন দেশের কাছে এখানে সমস্যা সমাধানের জন্য, যে সমস্যা অন্যরা তাদের জন্য তৈরি করেছে, টাকা চাওয়ার বিষয়টি অপমানজনক। আমাদেরকে কেন দর কষাকষির জন্য এখানে আনা হবে, আপনারা তো সমস্যাটা জানেন," প্রশ্ন করেন তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

ভারতে এসে প্রেম ও বিয়ে, নাগরিকত্ব চাইলেন বাংলাদেশের নারী

২০০৭ সালে মায়ের চিকিৎসা করাতে ভারতে এসেছিলেন ওই নারী। এরপর আসামের এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে। নাগরিকত্ব চাইলেন ওই নারী। চিকিৎসার জন্য ২০০৭ সালে ভারতের আসামে এসেছিল বাংলাদেশের সিলেটের এক পরিবার। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন পরিবারের মেয়ে স্থানীয় এক যুবকের প্রেমে পড়ে। শেষমেষ তাকে বিয়ে করে তিনি থেকে যান এখানেই। তবে তার ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ কখনোই প্রশস্ত ছিল না। ২০১৯ সালে বিজেপি সরকার হিন্দু-সহ ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে একটি আইন আনে। সেই আইনের মাধ্যমে এবার এদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন বাংলাদেশের ওই নারী। মায়ের চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন ওই নারী, তখন বয়স অনেকটাই কম। হাসপাতালেই তার সঙ্গে দেখা হয় আসামের বদরপুর শহরের এক যুবকের। তিনিও তার বাবাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন শিলচরে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার প্রক্রিয়া অনেকটাই জটিল এবং এই সময় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যুবকটি। এখান থেকেই তাদের বন্ধুত্ব এবং প্রেম। এদিকে মায়ের চিকিৎসার সময় ফুরিয়ে এলে যখন বাড়ি ফেরার সময় আসে, ওই নারী প্রেমের কথা জানান পরিবারকে। দুজনেই হিন্দু পরিবারের, তাই হিন্দু রীতি মেনে তাদের বিয়ে হয় এবং বাংলাদেশের নারী থেকে যান ভারতেই। পরবর্তীতে তাদের এক সন্তানও হয়। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর শহরে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করছেন ওই নারী। কিন্তু ভারতের নাগরিক কখনোই হননি তিনি। এরই মধ্যে নতুন করে এনআরসি-র প্রক্রিয়া শুরু হয় আসামে। বহু মানুষের কাছে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল থেকে নোটিস আসে। গোটা বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় আসামে। সমস্যায় পড়েন ওই নারী। ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ পেশ করে বর্তমান সরকার। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ এবং পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষেরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আইন পাশ হলেও বহুদিন এর প্রণয়নবিধি প্রকাশ করেনি সরকার। এবছর মার্চ মাসে শেষমেষ সেই প্রণয়ন বিধি প্রকাশ হয়। তারপরেই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন ওই নারী। এপ্রিল মাসে আসামের বরাক উপত্যকার বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শরণার্থী এই আইনের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যেই ছিলেন বদরপুরের ওই নারী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তার আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। স্থানীয় আইনজীবীদের মতে, সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দাবি করতে গেলে আবেদনকারীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হয়, তিনি ধর্মীয় নির্যাতনের ফলে তার দেশ ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটা পর্যন্ত যারা ভারতে প্রবেশ করেছেন, শুধু তারাই আবেদন করতে পারেন। ভারতে প্রবেশ করার পর এই দেশে থাকার প্রমাণও দিতে হয় এই আইনে নাগরিকত্ব চাইলে। আইনজীবী তথা ফরেনার্স ট্রাইবুনালের বিচারক ধর্মানন্দ দেব ডিডাব্লিউকে জানান, গত বছর ভারতের নির্বাচন কমিশন আসামের বদরপুরের একটি অংশকে করিমগঞ্জ জেলা থেকে বাদ দিয়ে কাছাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তার কথায়, "বদরপুরের ওই নারী প্রথমে করিমগঞ্জের বাসিন্দা হিসেবে আবেদন করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে দেখা যায় তার বাড়ি কাছাড় জেলার আওতায়। ফলে তিনি তার আবেদন প্রত্যাহার করে নেন এবং পরে ফের আবেদন করেন। তিনি বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছেন এবং তার পরিবারের লোকেরা সেখানেই থাকেন। ২০০৭ সাল থেকে এদেশেই রয়েছেন তিনি। ফলে সিএএ-তে আবেদনে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে অসুবিধে হয়নি তার। এবার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আশাবাদী শীঘ্রই তিনি ভারতের নাগরিক হবেন।" ধর্মানন্দের মতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের বিধি কিছুটা অসম্পূর্ণ এবং জটিল। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে যারা ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তারা সবাই সেই দেশের নথি সঙ্গে করে আনতে পারেননি। অথচ সিএএ-র বিধিতে বলা হয়েছে আবেদনকারীকে অন্তত এমন একটি নথি দেখাতেই হবে। হয়তো এই কারণেই অনেকে আবেদন করছেন না। আবার প্রক্রিয়াটি এতটাই জটিল, অনেকে তা সামাল দিতে পারেন না। আমরা স্বেচ্ছায় তাদের সাহায্য করছি এবং আমার হাত ধরে এখন পর্যন্ত নয়জন আবেদন করেছেন। এর মধ্যে একজন নাগরিকত্ব পেয়েছেন।" চলতি বছরের ১৪ আগস্ট শিলচর শহরের বাসিন্দা, ৫০ বছরের দোলন দাস প্রথম বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থী হিসেবে সিএএ-র মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পান। তাকে পরবর্তীতে নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটি এবং সেখানে সরকারি আধিকারিকেরা তার হাতে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট তুলে দেন। তার পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যও আবেদন করেছেন, তবে তাদের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। দোলন দাসের নাগরিকত্ব পাওয়ার পর আরো কয়েকজন সাহস করে আবেদন করেছেন। ডিডাব্লিউয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের ওই নারীর পরিবার কথা বললেও তারা পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। তাদের আইনজীবী এখনই ওই নারীর নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৪.১১.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

দেশে ফিরলেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ শীর্ষক জলবায়ু সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাত ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিতে গত ১১ই নভেম্বর আজারবাইজান সফরে যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার বাকুতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে ভাষণ দেন তিনি।
(রেডিও টুডে ২১৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

গণঅভ্যুত্থানে আহতদের পুনর্বাসন করাসহ ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়া হবে

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহতদের পুনর্বাসন করাসহ ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী দায়িত্ব পাওয়া প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. সায়েদুর রহমান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার সঙ্গে ৬ উপদেষ্টার বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রক্রিয়া শেষ করা হবে জানিয়ে ড. সায়েদুর রহমান বলেন, 'আগামী পাঁচদিনের মধ্যে লিখিত রূপরেখা দেওয়া হবে। রূপরেখায় দেওয়ার টাইমলাইন অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।' তিনি বলেন, 'আহতদের একটি ইউনিক আইডি কার্ড থাকবে। সেটি তৈরি হওয়ার পর সব সুবিধা নিশ্চিত হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সারা জীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। যেসব বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সরকারি চুক্তি হবে সেখানেও পুরো বা আংশিক খরচ সরকার দেবে।'
(রেডিও টুডে ২১৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আপত্তিকর সংবাদ প্রচারের বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বরিশাল পুলিশ লাইন্সে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। (রেডিও টুডে ২১৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

প্রবাসীরা দেশে এসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে আমরা পাশে থাকবো : জামায়াত আমির

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'প্রবাসীরা দেশে এসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে আমরা পাশে থাকবো। এক্ষেত্রে যত সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। বুধবার লন্ডনে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিবিসিসিআই-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতের আমির আরো বলেন, 'বাংলাদেশে নারীদের বাদ দিয়ে কিছু হবে না। নারীরা আত্মমর্যাদার সাথে পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে। একজন পুরুষ আট ঘণ্টা কাজ করলে নারীদের জন্য ছয় ঘণ্টার কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত। যাতে কাজের পাশাপাশি তারা তাদের পরিবার গঠন ও সন্তানের যত্ন নিতে পারে।' (রেডিও টুডে ২১৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বদলে যাচ্ছে দেশের ৩ স্টেডিয়ামের নাম

বদলে যাচ্ছে দেশের ৩ স্টেডিয়ামের নাম। এই ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডি থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে বলা হয় শহিদদের নামে নামকরণ করা হচ্ছে স্টেডিয়ামগুলো। শেখ কামাল স্টেডিয়াম কুষ্টিয়ার নাম পরিবর্তন করে সেটি করা হবে আবরার ফাহাদ স্টেডিয়াম কুষ্টিয়া। এ ছাড়া টাংগাইল জেলা স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হবে শহিদ মারুফ স্টেডিয়াম টাঙ্গাইল। আর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণ মাঠের নাম হবে শহিদ ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠ ঢাকা।
(রেডিও টুডে ২১৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সঙ্গে ড. ইউনূসের বৈঠক

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সাক্ষাতে দুদেশের শ্রম ইস্যু, বিদেশি বিনিয়োগ ও অবৈধ অভিবাসন নিয়ে আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ-২৯ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার সময় ড. ইউনূস থেরেসা মেকে বলেন, 'শ্রম ইস্যুটি আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারের একটি। আমরা সকল শ্রম সমস্যা সমাধান করতে চাই। বিষয়টি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মে। তিনি বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সঙ্গে মানব পাচার ও অভিবাসন নিয়েও আলোচনা করেন। ড. ইউনূস আইনি মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে অভিবাসন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এটি ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিয়মিত অভিবাসন কমিয়ে দেবে এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করবে।'

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

অভ্যুত্থানে আহতদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে বিএনপি নেতারা

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে কোটা এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনে আহতদের দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল বা পঙ্গু হাসপাতালে যান বিএনপি নেতারা। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ আহতদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের চিকিৎসার অগ্রগতির খোঁজখবর নেন। এ সময় চিকিৎসকরা আহতদের ব্যাপারে বিএনপি নেতাদের অবহিত করেন।বিএনপির পক্ষ থেকে আহতদের চিকিৎসায় পাঁচ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পরে সাংবাদিকদের সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আহতরা চিকিৎসা পেলেও তারা তেমন আর্থিক সহযোগিতা পাননি।' তিনি উল্লেখ করেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে আন্দোলনে আহত এবং নিহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে।

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

আহতদের প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছেন ছয় উপদেষ্টা

গণঅভ্যুতনে আহতদের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে বসেছেন ছয়জন উপদেষ্টা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে বৈঠকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুর্শিদ, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে এই বৈঠক শুরু হয়। যদিও বৈঠকটি শুরু হওয়ার কথা ছিলো দুপুর ২টায়। এ সময় আহতরা মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা আহত হলে যে মানের চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের অতি দ্রুত সেই মানের চিকিৎসা সেবা দেয়াসহ সাত দফা দাবিও তুলে ধরেন। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, সি এম এইচে মারা যান আব্দুল্লাহ। আবদুল্লাহ পুরান ঢাকার সরকারি শহিদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল আলিম। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'আবদুল্লাহর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বাড়ছে না সময়, হজ নিবন্ধন শেষ ৩০শে নভেম্বর

হজ নিবন্ধনের সময় আর বাড়ানো হচ্ছে না। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগ এ সংক্রান্ত চিঠি জারি করেছে। হজে যেতে আগ্রহী, হজ এজেন্সি ও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠিতে বলা হয়, ২০২৫ সালে হজে যাওয়ার জন্য আগের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজে গমনেচ্ছুদের ৩ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় সরকারি মাধ্যমে সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ ও সাধারণ হজ প্যাকেজ-২ এর যে কোনোটি নির্বাচন করা যাবে। ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক নিবন্ধনের পাশাপাশি প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধনও করা যাবে। তবে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪ তারিখের পর প্রাথমিক নিবন্ধনের কোনো সুযোগ থাকবে না বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

৩১ দফা নিয়ে বিএনপির আলোচনা সভা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকলেও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবার ঐকমত্য রয়েছে। সবারই প্রত্যাশা ফ্যাসিবাদ মুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ। আগামীতে আর কোনো ব্যক্তি এমনকি প্রধানমন্ত্রীও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারবে না।' বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা ও নাগরিক ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির নাম ব্যবহার করে কোনো অভিযোগ আসলে দ্রুত দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। বলেন, 'প্রতিহিংসার রাজনীতিতে না জড়িয়ে সহিংসতা এড়িয়েছে বিএনপি।'

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

চারদিকে কোনো বন্ধু রাষ্ট্র নেই : আইন উপদেষ্টা

এদেশের চারদিকে কোনো বন্ধুরাষ্ট্র নেই। খেয়াল রাখতে হবে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো দেশ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে না পারে। এমন মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দুই বিচারপতির স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় কোনোভাবেই উগ্রবাদকে

গ্রহণ করা হবে না জানিয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'এদেশে যা ঘটে তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা হয়। খেয়াল রাখতে হবে ভবিষ্যতে যেন এমন সুযোগ আর কেউ না পায়।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে ক্রেতা হিসেবে আমি নিজেও চাপে আছি : খাদ্য উপদেষ্টা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য ক্রেতা হিসেবে নিজেও চাপে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। তবে দ্রুতই এমন পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খাদ্য অধিদফতরের সভা শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি। খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, 'চলতি বছর আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। গত বছর সরকার ধান কিনেছিলো ৩০ টাকায়, এ বছর কেনা হবে ৩৩ টাকায়। চাল ৪৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৭ টাকায় সংগ্রহ করা হবে।' ঝুঁকি এড়াতে দেড় লাখ টন খাদ্য আমদানির এলসিও খোলা হয়েছে বলে ব্রিফিং-এ জানানো হয়। তিনি আরো বলেন, 'এবার কৃষক যেন ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সে বিষয়টি সরকার নিশ্চিত করবে।' আগামী রোরবার থেকে সরকার আমন ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু করবে বলেও জানান আলী ইমাম মজুমদার। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

রুমায় কে এন এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় কে এন এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। অভিযানে পিস্তল ও গুলিসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছি সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বান্দরবানের মুনলাইপাড়া নামক এলাকায় কে এন এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় মুনলাইপাড়া নামক এলাকায় কে এন এফ-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় মুনলাইপাড়ার লাইচেন আই এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাদের অস্ত্র ও সরঞ্জাম ফেলে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী আরো জানিয়েছে, এ সময় সেখান থেকে একটি ম্যাগাজিনসহ, এস এন জি, ১৫৯ রাউন্ড কার্তুজ, একটি বাইনুকোলার, দুইটি ওয়াকিটকি, ছয়টি কে এন এফ ইউনিফর্ম, একটি একজোড়া বুট, একটি হ্যান্ডকাফ এবং পাঁচটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে সোলাইমান সেলিম কারাগারে

কারাগারে পাঠানো হয়েছে হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে এবং ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ সোলাইমান সেলিমকে।তার রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী ২৭শে নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদের আদালত। ৫ই অগাস্ট চকবাজারে গুলিতে রাকিব হাওলাদার নিহত হওয়ায় করা মামলায় সেলিমকে আদালতে হাজির করা হয়। ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা।তবে মামলার মূল নথি না থাকায় তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়ে আদালত রিমান্ড শুনানির তারিখ ধার্য করেন। বুধবার রাতে ঢাকার গুলশানের একটি বাসা থেকে সোলায়মান সেলিমকে গ্রেফতার করে চকবাজার থানা পুলিশ। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ঘ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

আগে সংস্কার পরে নির্বাচন : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভোটের মাধ্যমে দেশে একটি নতুন সরকার নির্বাচিত করার আগে নানা সংস্কার দরকার। বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ কথা বলেন ড. ইউনূস। তিনি বর্তমানে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিতে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অবস্থান করছেন। এই সম্মেলনের ফাঁকে এএফপিকে সাক্ষাৎকার দেন প্রধান উপদেষ্টা। শান্তিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূস বলেন, সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে নির্বাচন কত দ্রুত হবে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি দেশকে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবেন। ড. ইউনূস আরও বলেন, সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের পাশাপাশি সরকার জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনের বিধিমালার কাঠামোর বিষয়ে দেশের দ্রুত ঐকমত্য দরকার। আমরা অন্তর্বর্তী সরকার, তাই আমাদের মেয়াদ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৪.১১.২০২৪ এলিনা)

কুইক রেন্টালে দায়মুক্তির ধারা অসাংবিধানিক বলে রায় হাইকোর্টের

কুইক রেন্টাল সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ বিধান আইন ২০১০ এর ৯ ধারার অধীনে কোন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এর ফলে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রহিত করা হলো। এখন সরকার চাইলেই ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে চুক্তি পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আদালত বলেন, দায়মুক্তি দিয়ে করা আইন অবৈধ এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তির একক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক দেশে থাকতে পারে না। এটি সংবিধানের পরিপন্থি। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ড. শাহাদিন মালিক। এর আগে

গত ৭ নভেম্বর কুইক রেন্টাল সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ বিধান আইন ২০১০ এর ৯ ধারায় দায়মুক্তি কেন অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুলের শুনানি শেষ হয়।

(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৪.১১.২০২৪ এলিনা)

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় স্ট্যান্ট রিলিজ কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে

সুইজারল্যান্ডে জেনেভা বিমানবন্দরে আইন বিচার ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ট রিলিজ করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাকে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও র গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে গত বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দূতাবাসের প্রটোকলে তিনি গাড়িতে করে জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান। গাড়ি থেকে নামার পর হঠাৎ একদল লোক এসে তাকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করেন। এ সময় আসিফ নজরুলের সঙ্গে ছিলেন জেনেভা মিশনের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ও মিশনের স্থানীয় কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মিজান। কিন্তু এ সময় তারা দুজনই চুপ ছিলেন। সেদিন বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশের পর এই ঘটনার সময় তার নির্লিপ্ততার কারণ জানতে চেয়েছিলেন আসিফ নজরুল। জবাবে কামরুল বলেন, আপনি কথা বলছিলেন তাই আমি চুপ ছিলাম। জেনেভা বিমানবন্দরে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনাকে সরকার পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করছে। এ ব্যাপারে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে ঢাকায় একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, মিশনের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে স্ট্যান্ট রিলিজের পাশাপাশি মিজানকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৪.১১.২০২৪ এলিনা)

দাবি পূরণের আশ্বাসের পর হাসপাতালে ফিরতে রাজি হন অভ্যুত্থানে আহত বিক্ষোভকারীরা

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের শান্ত করতে বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটায় রাজধানীর জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান তথা পঙ্গু হাসপাতালের সামনে সড়কে ছুটে গিয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের চারজন উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন সহকারী। তাদের দাবি পূরণের আশ্বাসে প্রায় সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর সড়ক থেকে হাসপাতালে ফিরতে রাজি হয়েছেন আহতরা। রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত পঙ্গু হাসপাতাল ও পাশের জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অর্ধশতাধিক ব্যক্তি বুধবার দুপুর একটা থেকে হাসপাতালের সামনে সড়কের অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন। এই ব্যক্তিদের কারো এক পা নেই, আবার কেউ হুইল চেয়ারে, আবার কারো চোখে ব্যান্ডেজি রয়েছে। তারা একপর্যায়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন। পরে হাসপাতালে ফিরে যেতে চারজন উপদেষ্টাকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার শর্ত দেন। সেই শর্ত অনুযায়ী উপদেষ্টারা না যাওয়ায় রাত বারোটার পর হাসপাতাল থেকে বিছানাপত্র এনে সামনের ওই সড়কে অবস্থান চালিয়ে যান আহত ব্যক্তিরা। এই অবস্থায় চলার মধ্য দিয়ে রাত আড়াইটার সময় সেখানে হাজির হন আইন উপদেষ্টা নজরুল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় সহকারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মোঃ সায়েদুর রহমান। এ সময় উপদেষ্টারা ভুল স্বীকার ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা আহতদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য আজই সচিবালায়ে বৈঠকে বসার কথা বলেন। এছাড়া আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করে ডিসেম্বরের মধ্যে তা বাস্তবায়নের ঘোষণাও দেন। আহতদের দাবি পূরণের আশ্বাসে সড়ক থেকে হাসপাতালে ফিরতে রাজি হন বিক্ষোভকারীরা।(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৪.১১.২০২৪ এলিনা)

জাগো এফএম

বান্দরবানে কেএনএ'র বিরুদ্ধে সেনা অভিযান, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি অপারেশন দল কেএনএ'র বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় সেনাবাহিনীর একটি অপারেশন দল মুনলাই পাড়া নামক এলাকায় কেএনএ'র বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে অপারেশন দলটি মুনলাই পাড়ার উত্তর-পশ্চিমে রুমা খালের পার্শ্ববর্তী লাইচেংয়াই নামক আমবাগানে কেএনএ'র অবস্থানের ওপর অভিযান পরিচালনা করলে সন্ত্রাসীরা তাদের অস্ত্র-সরঞ্জামাদি ফেলে পালিয়ে যায়। এসময় ওই এলাকা তল্লাশি করে একটি এসএমজি (ম্যাগাজিনসহ), দুটি গাদা বন্দুক (১৫৯ রাউন্ড কার্তুজ ও একটি কার্তুজভর্তি বেল্ট), একটি বাইনোকুলার, দুটি ওয়াকি-টকি সেট, তিন জোড়া কেএনএ ইউনিফর্ম, এক জোড়া বুট, একটি হ্যান্ডকাফ, ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) তৈরিতে ব্যবহৃত স্প্লিন্টার ও পাঁচটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.১১.২০২৪ নারগীস)

মশা নিয়ন্ত্রণে ৫৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিএসসিসির চিরুনি অভিযান

মশা নিয়ন্ত্রণে দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) এলাকায় ৫৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন' কার্যক্রম তথা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) ডিএসসিসির সব ওয়ার্ডে দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সমন্বয়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতা উদ্বুদ্ধ করতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোট ২৭২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ মশা নিধন কার্যক্রমে ৮৭৩ জন মশককর্মী এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫৩০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী অংশ নেন।

এর আগে গত ১৩ নভেম্বর ২৫৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দুইদিনে মোট ৫৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে মোট ২ হাজার ৭০৯ জন মশককর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করেন। প্রতিদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী ডেঙ্গু রোগীর আবাসস্থল ও চারপাশে বিশেষ লার্ভিসাইডিং ও এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রমের মাধ্যমে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, সারা বাংলাদেশে মোট শনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ২২১ জন। তার মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় রোগীর সংখ্যা ১৭১ জন দেখানো হয়। তবে তালিকা অনুযায়ী সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে ডিএসসিসির এলাকা থেকে ৪০ জন রোগী পাওয়া যায়। অন্যান্য রোগীরা দক্ষিণ সিটির আওতাধীন এলাকার বাইরে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ডিএসসিসির আওতাভুক্ত এলাকায় আত্মীয়-স্বজন কিংবা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.১১.২০২৪ নারগীস)

'নুরের কর্মকাণ্ড ষড়যন্ত্রমূলক, ক্ষমা না চাইলে ব্যবস্থা' : চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়

গণঅধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি নুরুল হক নুর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ভেতরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রবেশ করতে না পেরে ট্রাইব্যুনালের গেটের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে চিফ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে গোপন বৈঠকের অভিযোগ তোলেন। নুরের এই আচরণকে 'ষড়যন্ত্রমূলক' হিসেবে দেখছে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এমন তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে গণঅধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি নুরুল হক নুর তার একদল সহযোগী ও বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে উসকানিমূলক ও মানহানিকর স্লোগান দিতে দিতে একটি মিছিল নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল প্রবেশ গেট দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করেন। পরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বাধার মুখে ট্রাইব্যুনালে ঢুকতে না পেরে নুরুল হক নুর তার দলীয় কর্মীদের নিয়ে ট্রাইব্যুনালের গেটে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকের ভিত্তিহীন, বানোয়াট, অসত্য ও উসকানিমূলক কিছু অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার আনা এসব মিথ্যা অভিযোগ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে যায়। নুরুল হক নুরের এ বক্তব্যের ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। 'নুরুল হক নুর এবং তার দলীয় কর্মীদের এমন বেআইনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ষড়যন্ত্রমূলক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তার এ হঠকারী কার্যক্রমে জুলাই-আগস্ট গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্ত করার শামিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে নুরুল হক নুর ও তার দলীয় কর্মীদের এই বেআইনি ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।' জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন এই বাংলাদেশে দুই সহস্রাধিক হত্যা ও অর্ধলক্ষ ভাই-বোনের নির্যাতনের বিচার প্রক্রিয়ার জন্য পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিজ্ঞ চিফ প্রসিকিউটর সম্পর্কে ব্যক্তি স্বার্থে এমন কার্যক্রম অনভিপ্রেত ও অগ্রহণযোগ্য। নুরুল হক নুর তার এই ভিত্তিহীন, অসত্য ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য প্রত্যাহারপূর্বক ক্ষমা না চাইলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.১১.২০২৪ নারগীস)

শাহজালাল বিমানবন্দরে ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্‌বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিমানবন্দরের মাল্টিলেভেল কার পার্কিং এলাকার দ্বিতীয় তলায় যাত্রীদের জন্য প্রশস্ত ও আরামদায়ক ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্‌বোধন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই লাউঞ্জে ওয়েটিং এরিয়া, শিশুর যত্নের ঘর, পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রার্থনার স্থান, কিডস জোন এবং সুলভ মূল্যের ক্যাফেটেরিয়ায় খাবারসহ বিভিন্ন সুবিধা। লাউঞ্জটি বাংলাদেশের রেমিট্যান্স উপার্জনকারীসহ সব যাত্রীর সেবা প্রদান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা বাংলাদেশের দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই লাউঞ্জের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীদের বিমানবন্দরে অপেক্ষার অভিজ্ঞতা আরও আরামদায়ক হবে, যা তাদের অবদানের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফ্লাইটের জন্য অনেক আগেই বিমানবন্দরে আসা প্রবাসী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পরিচিতদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। মূলত নির্ধারিত সময়ে পূর্বে পৌঁছানো যাত্রীদের জন্য পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জনদের সঙ্গে শেষ সময়টুকু আনন্দঘনভাবে কাটানোর জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের অনুরোধে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জের জন্য এই স্থানটি নির্ধারণ করেন। বেবিচক চেয়ারম্যানের উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে এই ওয়েটিং লাউঞ্জ স্বল্প সময়ের মধ্যে চালু করা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বেবিচক চেয়ারম্যান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান এবং বেবিচকের সব সদস্যের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ.এফ. হাসান আরিফ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাসরীন জাহান এবং বেবিচকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। গত ৫ নভেম্বর বেবিচকের সদর দপ্তরে 'নাফিসা হোসাইন মারওয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র'-এর উদ্‌বোধন করা হয়। বেবিচক চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই কেন্দ্রটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি শহিদ নাফিসা হোসাইন মারওয়ার নামে নামকরণ করা হয়েছে, যিনি সাহসিকতার সঙ্গে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণকালে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সাভারে গুলিতে শহিদ হন। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকায় কর্মরত বেবিচকের ৩২১ জন নারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী ৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সী বাচ্চাদের নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে পারবেন, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হতে সহায়তা করবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.১১.২০২৪ নারগীস)

খুলনায় পাটের বস্তার গোডাউনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট

খুলনার বড়বাজারে স্টেশন রোড এলাকায় একটি পাটের বস্তার গোডাউনে আগুন লেগেছে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে এলাকার মেসার্স আহসানুল্লাহ স্টোরে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের রাইট এ ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৫.১১.২০২৪ নারগীস)

দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অব পার্টিস-২৯ বা কপ২৯ শীর্ষক বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর রাতে দেশে ফেরেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে রাত ৮টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছে।' এর আগে কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে গত ১১ই নভেম্বর আজারবাইজানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

দেশে ফিরে অভিবাসী কর্মীদের লাউঞ্জ উদ্‌বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর দেশে ফেরেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে । সূত্র জানায়, দেশে ফেরার পর প্রধান উপদেষ্টা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারগুলোর জন্য একটি লাউঞ্জ উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনের পর তিনি কিছু অভিবাসী কর্মীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের কল্যাণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এর আগে কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে গত ১১ই নভেম্বর আজারবাইজানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সম্মেলন শেষে বৃহস্পতিবার রাতে দেশে ফেরেন প্রধান উপদেষ্টা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

দুর্বল ৭ ব্যাংক পেলো ৬ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা তারল্য সহায়তা

তারল্য ঘাটতি মেটাতে দুর্বল ৭ ব্যাংককে ৬ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে সবল ১০ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, 'গ্যারান্টি সহায়তা দিয়ে যে কোনো ব্যাংকের ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। সহায়তার পাশাপাশি ঋণ আদায়ে তাদের নিজস্ব কৌশল থাকা উচিত।' বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য জানান। তিনি জানান, 'তারল্য ঘাটটি মেটাতে দুর্বল সাত ব্যাংকে ৬ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে সবল ১০ ব্যাংক। এসব ব্যাংক থেকে চাওয়া হয়েছিলো ১১ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এসব ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক। সবল সাত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক পেয়েছে ২ হাজার ৯৫ কোটি টাকা।' সহায়তা পাওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক সবল ছয় ব্যাংক থেকে পেয়েছে এক হাজার ১৭৫ কোটি টাকা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক সবল ছয় ব্যাংক থেকে পেয়েছে এক হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া ন্যাশনাল

ব্যাংক ৯২০ কোটি, এক্সিম ব্যাংক ৭০০ কোটি, ইউনিয়ন ব্যাংক ৪০০ কোটি এবং গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক পেয়েছে ২৯৫ কোটি টাকা। যেসব ব্যাংক তারল্য সহায়তা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক, বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা গণমাধ্যমকে বলেন, 'দুর্বল ব্যাংকে তারল্য সহায়তা দেওয়া হবে। আমানতকারীদের স্বার্থ সবার আগে বিবেচনা করা হবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টি সহায়তা দিয়ে যে কোনো ব্যাংক ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। সহায়তার পাশাপাশি ঋণ আদায়ে তাদের নিজস্ব কৌশল থাকা উচিত। কিছু ব্যাংক ঋণ আদায়ে খুব ভালো করছে। তাদের মতো অন্যদেরও উদ্যোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহয়তার আশায় থাকা ঠিক হবে না।' এর আগে গত সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ১৭ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে সভা করেন। সভায় দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে শক্তিশালী ব্যাংকগুলোকে অনুরোধ করেন গভর্নর। গত ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ইসলামি ধারার শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে নগদ অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ব্যাংকগুলোতে শুরু হয় তারল্য সংকট। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, গ্রাহকরা ২০ হাজার টাকাই তুলতে পারছিলেন না। এ পরিস্থিতিতে গভর্নর সবল ব্যাংক থেকে দুর্বল ব্যাংকের নগদ টাকা ঋণ নেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করলে সবল ১০ ব্যাংক তারল্য সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে সম্মতি দেয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

শুক্রবার খুলছে গাজীপুরের সাফারি পার্ক

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় গাজীপুরে অবস্থিত সাফারি পার্কে। এরপর থেকেই পার্কটি বন্ধ রয়েছে। তবে শুক্রবার, ১৫ই নভেম্বর থেকে পার্কটি খুলে দেওয়া হচ্ছে। পর্যটন মৌসুম বিবেচনায় সাময়িকভাবে দর্শনার্থীদের উপযোগী করে পার্কটি খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন সহকারী বন সংরক্ষক ও পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'গত ৫ই আগস্ট পার্কের মূল ফটক ভেঙে দুর্বৃত্তের হামলায় পার্কের বিভিন্ন ইভেন্টে প্রায় আড়াই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। দীর্ঘ তিন মাস বন্ধ থাকার পর সাময়িক সংস্কার করে পার্কটি পুনরায় সীমিত পরিসরে চালু হচ্ছে। আশা করছি এবার পর্যটক মৌসুমে বিনোদনের জন্য পার্কটি আবারো মুখরিত হয়ে উঠবে।' বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, 'আমরা পার্কটি চালু করছি। ইজারাও প্রক্রিয়াধীন। এর আগ পর্যন্ত বন বিভাগ পার্কটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করবে।' তিনি আরো বলেন, 'আগের নাম বহাল থাকলেও গাজীপুর সাফারি পার্ক নামে কার্যক্রম চালানো হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

একই কর্মস্থলে ৩ বছরের বেশি থাকা ভূমির কর্মচারীদের বদলির নির্দেশ

একই কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি সময় ধরে থাকা ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বদলির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার, ১৩ই নভেম্বর এমন নির্দেশনা দিয়ে মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, সব নাগরিকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন, জনবান্ধব ও হয়রানিমুক্ত ভূমি সেবা নিশ্চিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে অন্তবর্তী সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে এসব সেবা দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় কর্মচারী একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন কর্মরত রয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে ভূমি পরিষেবায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাসহ জনবান্ধব ভূমি পরিষেবায় জনদুর্ভোগ ও হয়রানি পরিহারের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের আওতাধীন একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মচারীদের ওই কর্মস্থল থেকে অন্যত্র বদলি করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

গণঅভ্যুত্থানে আহতদের আমৃত্যু চিকিৎসা-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন এবং বিভিন্ন অংশীদারদের সমন্বয়ে গণঅভ্যুত্থানে আহতদের আমৃত্যু চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহতদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অন্তবর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান। সায়েদুর রহমান বলেন, 'আজকে আমরা নিশ্চিত করতে চাই এই গণঅভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছেন তাদের স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন ও চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলতে চাই আন্দোলনে আহত যোদ্ধাদের একটি ইউনিক আইডি কার্ড থাকবে এবং এই আইডি কার্ডের মাধ্যমে আন্দোলনে আহতদের সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এদেশের সব সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। এমনকি যেসব বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সরকারের চুক্তি হবে সেখানে তারা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন এবং চিকিৎসা ব্যয়ভার আংশিক সরকার বহন করবে।

এরই মধ্যে আহতরা চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন সেগুলো যথাযথ ডকুমেন্টেশন পাওয়ার পর তাদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। যারা পঙ্গুত্ব এবং অন্ধত্ব বরণ করেছেন তাদের প্রতি রাষ্ট্রের সমবেদনা এবং সহানুভূতি। কিন্তু আমরা সেখানে ক্ষান্ত নই।' তিনি আরো বলেন, 'প্রতিটি অন্ধ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার সামর্থ্যের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে তার পরিবারের আর্থিক সাহায্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যারা পঙ্গুত্ববরণ করেছেন তাদের জন্য যেসব মেশিন, চিকিৎসা সেবা এবং যে ধরনের যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।' আন্দোলনে যারা আহত হয়েছেন এবং মানসিকভাবে যে ট্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তাদের সবাইকে টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। যাদের প্রয়োজন হবে তাদের স্ক্রিনিং করে আমাদের আটটি বিভাগে সাইকো থেরাপি দেওয়া হবে। আগামী ১৭ তারিখের মধ্যে যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য একটি সাপোর্ট সেন্টার তৈরি করা হবে। আহতদের সব অভিযোগ সেখানে আসবে এবং সেখান থেকে তার নিষ্পত্তি করা হবে।' তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যাপারে গাফিলতি সহ্য করা হবে না। আহতদের চিকিৎসা সেবা, সেবা প্রাপ্তি অর্থলাভসহ সবক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে মিলিত হয়েছি এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য নানামুখী প্রক্রিয়া চলমান। স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন একজন বিশেষ সহকারী নিযুক্ত করা হয়েছে। আন্দোলনে আহত অনেকেই হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। তাদের ভেতর ট্রমা এবং নানা কারণে বিভিন্ন রকম অনাস্থা তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রের অনেকগুলো সমস্যা আমাদের একসাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাই আমরা বারবার এটা নিশ্চিত করতে চাই আহতদের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ রকম অগ্রাধিকার দিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগগুলো আমাদের আগে থেকেই ছিলো এবং কার্যক্রম চলমান। বিশেষ সহকারী নিয়োগ বিভিন্ন রকম দাবির আগেই করা হয়েছে। গতকাল এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আমরা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো দ্রুতই বাস্তবায়ন করতে চাই এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো দ্রুত দৃশ্যমান একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে চাই।' বৈঠকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহতদের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

অভ্যুত্থানে আহতদের নিয়ে কাজ করা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তব্য : উপদেষ্টা নাহিদ

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের নিয়ে কাজ করা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তব্য বলে মন্তব্য করেছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার সঙ্গে ছয় উপদেষ্টার বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। আহতদের রাস্তায় নামতে হল কেন? আপনাদের সঙ্গে কি সমন্বয়ের অভাব ছিলো, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'এটা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আহত এবং যারা শহিদ তারা কিন্তু শুধু সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত না। তারা রাষ্ট্র এবং জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য। বর্তমান সরকারের দিক থেকে সেটা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনৈতিক আলাপে, কথাবার্তায় এবং মিডিয়ায় তাদের কম ফোকাস করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এখানে কোনো সরকারের নির্দেশনার বিষয় ছিলো না। শহিদ ও আহতদের নিয়ে কাজ করা রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তব্য। সর্বোপরি এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য, এই কর্তব্য যেনো কেউ অবহেলা না করি। বর্তমান সরকার তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমাদের সবার আছে। সেই জিনিসটা তারা বারবার চাচ্ছে।' তিনি আরো বলেন, 'যখন শহিদ ও আহতদের কথা জাতীয় পরিসরে আলোচনায় থাকা উচিৎ ছিলো তখন সবাই শুধু সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে নির্বাচন ও অমুক-তমুক বলার চেষ্টা করছে। তাই সবার কাছে আহ্বান, আমরা যেনো শহিদ পরিবার ও আহতসহ তাদের পরিবারের প্রতি ফোকাস দেই। আজকে যে একটি টাইম লাইন দেওয়া হল পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে একটি রূপরেখা দেওয়া হবে। আগামী ডিসেম্বর মধ্যে স্বল্প মেয়াদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই। একই সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে উদ্যোগ শুরু হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

ডেঙ্গুতে আরো ৫ মৃত্যু, একদিনে হাসপাতালে ১ হাজার ১০৭ জন

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন পাঁচজন। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ৩৮৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে এক হাজার ১০৭ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৭ হাজার ১২৭ জন ডেঙ্গুরোগী।বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর রাতে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতর

জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে দুইজন বরিশাল বিভাগের। এ ছাড়া মৃতদের মধ্যে একজন করে রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বিভাগ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে।আলোচ্য সময়ে আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৫১০ জন রয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিভাগে ২৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১৭ জন, বরিশাল বিভাগে ৮১ জন, খুলনা বিভাগে ১২১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৫ জন, রাজশাহীতে ৬৯ জন, রংপুর বিভাগে ২২ জন এবং সিলেট বিভাগে ৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শ্রম খাত সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ড. ইউনূসের

দেশের উৎপাদন খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম খাত সংস্কার কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর আজারবাইজানের বাকুর কপ-২৯ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা তুলে ধরে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'শ্রম ইস্যু আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা সব শ্রম খাতের ইস্যু সমাধানে আগ্রহী।' থেরেসা মে তার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে মানব পাচার ও অভিবাসন নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় ড. ইউনূস ইউরোপে বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশি অভিবাসন বাড়ানোর আহ্বান জানান। কারণ এটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিয়মিত অভিবাসন কমাবে এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। প্রধান উপদেষ্টা তার সঙ্গে বাংলাদেশি তরুণদের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে আঁকা গ্রাফিতি এবং ম্যুরাল নিয়ে লেখা 'দ্যা আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' বই উপহার দেন। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব ও প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোরশেদ, আজারবাইজান ও তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আনামুল হক প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

সংস্কারের পরেই নির্বাচন : ড. ইউনূস

বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচনের আগে সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার, ১৩ই নভেম্বর বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে নতুন সরকার নির্বাচনের আগে কিছু সংস্কার প্রয়োজন।' শান্তিতে নোবেলজয়ী ও মাইক্রোফাইন্যান্সের পথিকৃৎ ড. ইউনূস কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে বর্তমানে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অবস্থান করছেন। এই সম্মেলনের সাইডলাইনে তিনি এএফপিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সংস্কারের গতি ঠিক করবে নির্বাচন কত দ্রুত হবে।' তিনি দেশকে গণতান্ত্রিক ভোটের দিকে নিয়ে যাবেন বলেও উল্লেখ করেন। অন্তর্বর্তী সরকারের এই প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যত দ্রুত সম্ভব আমরা প্রস্তুত হব, তত দ্রুত নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবেন।' তিনি বলেন, 'সংবিধান সংশোধন, সরকারের পরিধি, সংসদ এবং নির্বাচনি নিয়মাবলির সম্ভাব্য সংস্কারের বিষয়ে দ্রুত ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রয়োজন। আমরা অন্তর্বর্তী সরকার। তাই আমাদের সময়কাল যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত।' গত আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর দেশের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. ইউনূস। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। এই আন্দোলনে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর দমন-পীড়নে ৭০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন। আহত হন আরো কয়েক হাজার মানুষ। হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এ বিষয়ে ড. ইউনূস বলেন, 'যে-কোনো সরকারই স্থিতিশীলতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আমরাও তাই। আশা করছি আমরা এটি সমাধান করতে পারব এবং শান্তিপূর্ণভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব।' তিনি বলেন, 'বিপ্লবের মাত্র তিন মাস পেরিয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাহাথির মোহাম্মদের মৃত্যুর গুজব

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ডা. মাহাথির বিন মোহাম্মদের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে এ বিষয়ে একাধিক পোস্ট লক্ষ্য করা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাহাথির মোহাম্মদের মৃত্যুর খবর কোনো আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়নি। মামুনুর রশিদ নামের একজন লিখেছেন, 'আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক মাহাথির মোহাম্মদ আর নেই। তিনি মহান রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি তার বিদেহি আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।' কাজী আহসান নামে একজন লিখেছেন, 'আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু মাহাথির মোহাম্মদ আর নেই। তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ উনাকে জান্নাতবাসী করুক, আমিন।' মামুনুর রশিদ এবং কাজী আহসানের মতো অনেকেই মাহাথির মোহাম্মদের মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে দেন। তবে কেউ কেউ বিষয়টি গুজব বলে নিশ্চিত হওয়ার পর পোস্টটি ডিলিট করে দেন। অনেকের পেজ এবং আইডিতে এমন পোস্ট এখনো শোভা পাচ্ছে। মূলত মাহাথির মোহাম্মদ নন, মালয়েশিয়ার সাবেক অর্থমন্ত্রী দাইম জয়নুদ্দিন মারা গেছেন। ফলে একই দিন ১৩ই

নভেম্বর রাতে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির মোহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এর আগেও ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি মালয়েশিয়ার জনপ্রিয় নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদের মৃত্যুর গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মাহাথির মোহাম্মদের মৃত্যুর গুজব নিয়ে বিরক্ত হয়েছিলো তার পরিবার। সাংবাদিকরা ভিড়ও করেছিলেন হাসপাতালে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

ড. ইউনূসকে বই উপহার দিলেন ব্রাজিলের উপ-রাষ্ট্রপতির স্ত্রী

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ব্রাজিলের উপ-রাষ্ট্রপতি জেরাল্ডো অ্যালকমিনের স্ত্রী লু অ্যালকমিন। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর কপ-২৯ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের প্রাঙ্গণে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ব্রাজিলের দ্বিতীয় নারী ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ইউনূসকে নিয়ে রচিত তার লেখা একটি বই প্রধান উপদেষ্টাকে উপহার দেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার বইগুলো অনুবাদ করেছেন এবং সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ চালু করেছেন। এ সময় অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য এবং সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সাক্ষাৎকালে এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব ও প্রধান সমন্বয়কারী লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চায় আজারবাইজান

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বলেছেন, 'অধ্যাপক ইউনূস ও তার মধ্যকার সাম্প্রতিক বৈঠক দুই দেশের সম্পর্ক আরো গভীর করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।' আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন, কপ-২৯-এর পার্শ্ব বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন এবং বাংলাদেশকে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান। প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ বলেন, 'আগামী বছরের শুরুতে আজারবাইজানের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করবে, যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলো অনুসন্ধান করা হবে।' তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ঢাকা শহরে একটি আবাসিক দূতাবাস স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনার কথা জানান, কারণ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ ক্রমবর্ধমান। এ ছাড়াও, প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ বাংলাদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছাত্র-নেতৃত্বাধীন জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের প্রশংসা করে জানান, তিনি কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। আজারবাইজানে চলমান একটি যুব আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি অধ্যাপক ইউনূসের ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ বলেন, 'আপনার কাজ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু আমি জানি, আপনি এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সক্ষম। অধ্যাপক ইউনূস দুই দেশের মধ্যে আরো শক্তিশালী সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে সহযোগিতা বাড়ানো উভয় দেশের জন্যই উপকারী হবে।' তিনি বলেন, 'মধ্য এশিয়ার তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে আরো বেশি বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা গেলে উভয় দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সম্প্রতি আজারবাইজানের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে শত শত বাংলাদেশি কাজের সুযোগ পেয়েছেন।' দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিজিটালাইজেশনের সফলতার কথা তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ জানান, 'আজারবাইজানের ডিজিটালাইজেশন অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সঙ্গে শেয়ার করতে আগ্রহী।' বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকী, এসডিজি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং তুরস্ক ও আজারবাইজানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

ভারতে বসে শেখ হাসিনার বিবৃতি পছন্দ করছে না সরকার : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে থেকে দেশটির গণমাধ্যমে যেভাবে বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন, অন্তর্বর্তী সরকার তা পছন্দ করছে না। এ বিষয়ে ভারতকে অবহিত করা হলেও তাদের তরফ থেকে কোনো জবাব মেলেনি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক তৌফিক হাসান। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত বিফ্রিংয়ে এসব জানান তিনি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে বসে বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন, সাংবাদিকরা এ বিষয়ে জানতে চাইলে তৌফিক হাসান বলেন, 'তিনি ভারতীয় গণমাধ্যমে যেভাবে বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন তা পছন্দ করছে না অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের তরফ থেকে অসন্তোষ জানানো হয়েছে ভারত সরকারকে। অনুরোধ করা হয়েছে শেখ হাসিনা যেনো ভারতে বসে বক্তৃতা বা বিবৃতি দিতে না পারেন। তবে ভারত থেকে কোনো উত্তর পায়নি বাংলাদেশ।' ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের কতজন সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ভারতে অবস্থান করছেন, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বলেও জানান তিনি। এখন পর্যন্ত ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে ৪৮ শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছে বলেও জানান তৌফিক হাসান। ভারতের ভিসা না পাওয়ায় তৃতীয় দেশের

ভিসাপ্রার্থীরা দিল্লির পরিবর্তে ভিয়েতনাম এবং পাকিস্তান থেকে ভিসা গ্রহণ করতে পারবেন বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কী করবে, জানালেন তারেক রহমান

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে আওয়ামী লীগের মতো পরিবারতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, 'কোনো সরকারই যেনো স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে সে কারণে এক ব্যক্তি দুবারের বেশি যেনো প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন, সংবিধানে তা সংযোজন করা হবে।' এ ছাড়া ক্ষমতায় গেলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন তিনি। বলেন, 'সংস্কার শুধু কাগজে নয়, মানুষ তার ভাগ্যের পরিবর্তন চায়।: বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর বিকেলে রাজধানীর হোটেল লেকশোরে '৩১ দফা রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা এমন দেশ গড়তে চাই, যেখানে আর কখনো ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না। আগামীতে আর কোনো ব্যক্তি এমনকি প্রধানমন্ত্রীও স্বৈরাচার হয়ে উঠতে পারবেন না।' তিনি বলেন, 'ক্ষমতার পরিবর্তন মানে এক দল থেকে অন্য দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার জন্যও যেন কাউকে হেনস্তা না করা হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।' তারেক রহমান বলেন, 'আমরা সবাই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ চাই, যেখানে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নেবে না। সবাই একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত বাংলাদেশ চাই, যেখানে গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। নির্বাচিত ও জবাবদিহিমূলক সরকার নিশ্চিত করবে জনগণের মালিকানা ও অংশীদারিত্ব।' ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেড় হাজার মানুষকে হত্যা করলেও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা বা অনুতাপ নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। ৩১ দফা সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ফ্যামিলি কার্ড, বেকার ভাতা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়েও সেল সেন্টার নির্মাণ করা হবে। কৃষিকে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে, উন্নয়নের নামে দুর্নীতি বন্ধ করা হবে। ঐতিহাসিক খাল খনন কর্মসূচি নেওয়া হবে, ব্লু ইকোনমি নিয়ে বিশদ কাজ করা হবে। সব নাগরিকের জন্য আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।' সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফার সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে।' বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ফারজানা শারমিন পুতুল ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদের সঞ্চালনায় এবং মির্জা ফখরুলের সভাপতিত্বে সেমিনারে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ড. আব্দুল মঈন খান, সেলিমা রহমান, হাফিজ উদ্দিন, নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, যুগ্ম মহাসচিব শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ৩৮ দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

আমিও মধ্যবিত্ত, আমিও চাপে আছি : চালের দাম নিয়ে খাদ্য উপদেষ্টা

নিজেকে মধ্যবিত্ত উল্লেখ করে বাজারে চালের চড়া দাম নিয়ে চাপে থাকার কথা জানিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। চালের চড়া দাম ভোক্তাকে চাপে রাখলেও সরকারি ব্যবস্থাপনাগুলো এটি সহনীয় করতে কাজ করছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমিও মধ্যবিত্ত, নিজেই বাজার করি। আমিও চাপে আছি।' বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর দুপুরে খাদ্য ভবনে আমন সংগ্রহ কার্যক্রম নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম চড়া। যে কারণে সরকারিভাবে চাল আমদানিতে মিয়ানমারসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন করতে হচ্ছে। এসব দেশকে চালের দাম কমাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'ফেনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের বন্যাসহ একাধিক বন্যায় চালের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রথমে বলেছিল উৎপাদন কমবে ১০ লাখ টন, পরে জানিয়েছে এটি হয়তো ৬-৭ লাখ টনের মতো হবে। এজন্য আমরা দ্রুত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আমদানির প্রক্রিয়া শুরু করি।' 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চাল আমদানির ওপর শূন্য শুল্ক আনা হয়। তবে আশার কথা হচ্ছে, উত্তরাঞ্চলে ধানের বাম্পার ফলনের কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। উৎপাদন ভালো হলে আমরা হয়তো কিছুটা ভালো অবস্থানে থাকবো', বলেন এ উপদেষ্টা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

জুলাই-আগস্টের আহত যোদ্ধাদের দেওয়া হবে ইউনিক আইডি কার্ড

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের ইউনিক আইডি কার্ড দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী দায়িত্ব পাওয়া প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. সায়েদুর রহমান। তিনি বলেন, 'একই সঙ্গে ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। এ ছাড়া আগামী পাঁচদিনের মধ্যে লিখিত রূপরেখা দেওয়া হবে। রূপরেখায় দেওয়ার টাইমলাইন অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।' বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার সঙ্গে ৬ উপদেষ্টার বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম,

যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. সায়েদুর রহমান বলেন, 'আন্দোলনে আহত যোদ্ধাদের ইউনিক আইডি কার্ড থাকবে। সব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তারা সারাজীবন বিনামূল্যে সেবা পাবেন। যেসব বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সরকারি চুক্তি থাকবে সেখানেও বিনামূল্যে সেবা পাবেন তারা।' ১৭ই নভেম্বরের পর সাপোর্ট সেন্টার থাকবে। সেখান থেকে সব ধরনের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আহতদের চিকিৎসায় সব সরকারি হাসপাতালে বেড ডেডিকেটেড থাকবে। ঢাকার সব হাসপাতালকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে সব প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। এ বিষয়ে গাফিলতি কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্ব কোরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বজয়ী হাফেজ তাকরিমসহ ৩ বাংলাদেশি

কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১৩তম বিশ্ব কোরআন প্রতিযোগিতায় তিন বাংলাদেশি অংশ নিয়েছেন। যেখানে বিশ্বের ৭৪ দেশের সঙ্গে লড়বেন বিশ্বজয়ী হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিম, হাফেজ আনাস মাহফুজ এবং ক্বারি আবু যর গিফারী। বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক এ কোরআন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। কুয়েতের ক্রাউন প্লাজায় শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা চলবে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে চলবে এ প্রতিযোগিতা। ছোট গ্রুপ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন হাফেজ আনাস মাহফুজ, বড় গ্রুপ থেকে হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিম এবং ক্বারি গ্রুপ থেকে ক্বারি আবু যর গিফারী। টাঙ্গাইলের হাফেজ সালেহ আহমেদ তাকরিম এরই মধ্যে ইরানে প্রথম স্থান, সৌদি আরবে তৃতীয় স্থান এবং দুবাইয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অন্যদিকে গোপালগঞ্জের হাফেজ আনাস মাহফুজ জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা-২০২৩ পিএইচপি কোরআনের আলোয় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কুয়েতের কোরআন প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বাংলাদেশের অসংখ্য হাফেজ থেকে দেশের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন তারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

সোনার দাম আরো কমলো

দেশের বাজারে সোনার দাম আরো কমানো হয়েছে। সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম এক হাজার ৬৮০ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ৫০৯ টাকা। স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার, ১৫ই নভেম্বর থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, বাজুস। এর আগে গত ৫, ৮ ও ১৩ই নভেম্বর আরো তিন দফা সোনার দাম কমানো হয়। ৫ই নভেম্বর ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমানো হয় এক হাজার ৩৬৫ টাকা। ৮ই নভেম্বর কমানো হয় ৩ হাজার ৪৫৩ টাকা এবং ১৩ই নভেম্বর কমানো হয় ২ হাজার ৫১৯ টাকা। এতে চার দফায় ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমলো ৯ হাজার ১৭ টাকা। যদিও গত ২০, ২৩ ও ৩১শে অক্টোবর টানা তিন দফা সোনার দাম বাড়ানো হয়। ভালো মানের প্রতি ভরি সোনার দাম ২০শে অক্টোবর ২ হাজার ৬১২ টাকা বাড়ানো হয়। ২৩শে অক্টোবর এক হাজার ৮৯০ টাকা এবং ৩১শে অক্টোবর এক হাজার ৫৭৫ টাকা বাড়ানো হয়। এতে ৩১শে অক্টোবর থেকে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় এক লাখ ৪৩ হাজার ৫২৬ টাকা। দেশের বাজারে এটিই সোনার সর্বোচ্চ দাম। এই রেকর্ড দাম হওয়ার পর এখন ১০ দিনের মধ্যে চার দফায় সোনার দাম কমানো হল। আজ বৃহস্পতিবার, ১৪ই নভেম্বর বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৪.১১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

TRUMP HAS FULL CONTROL OF GOVERNMENT - BUT HE WON'T ALWAYS GET HIS WAY

On election night, Donald Trump repeated the phrase: "Promises made, promises kept." Now, Republican have officially taken control of Congress and his "promises" are a whole lot easier to keep. In Washington political parlance, it's called "a governing trifecta", when the president's party also controls both chambers of Congress - the House of Representatives and the Senate. That control is what Donald Trump's Republican Party now has. Single-party control was once common, but in recent decades it has become rarer and shorter. (BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

FRANCE MOUNTS SECURITY OPERATION FOR ISRAEL MATCH AFTER AMSTERDAM VIOLENCE

Thousands of police are being deployed in Paris to ensure security at Thursday's France-Israel football international, a week after violence in Amsterdam in which Maccabi Tel Aviv fans came under attack. Paris police chief Laurent Nunez says 4,000 officers will be on patrol, 2,500 at the Stade de France in the northern Paris suburbs and the rest on public

transport and inside the capital. In addition, around 1,600 private security guards will be on duty at the stadium, and an elite anti-terrorist police unit will protect the visiting Israeli squad. (BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

VALENCIA FLOODS: SPAIN CLINGS TO FRAGMENTS OF HOPE IN TIME OF DISASTER

Floods and torrential rain returned to the Valencia region on Wednesday night, but this time they were ready for it, and the areas hit two weeks ago escaped further disaster. More than 220 people died in this eastern coastal area at the end of October, and the town of Paiporta was hit hardest with the loss of 60 lives. In the midst of despair, the local population are understandably searching for beacons of hope, for example the remarkable story of what happened at the Whitby English language school. As the whole road became engulfed in water, the college's co-director, Daniel Burguet, repeatedly pounded against a door with a chair leg that he'd just picked up. (BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

NEW ZEALAND MP DISRUPTS PARLIAMENT WITH HAKA PROTEST

New Zealand's parliament was brought to a temporary halt by MPs performing a haka, amid anger over a controversial bill seeking to reinterpret the country's founding treaty with Maori people. Opposition party MP Hana-Rawhiti Maipi-Clarke began the traditional ceremonial group dance after being asked whether her party supported the bill, which faced its first vote on Thursday. At the same time, a hikol - or peaceful protest march - organized by a Maori rights group is continuing to make its way towards the capital, Wellington. Thousands have already joined the 10-day march against the bill, which reached Auckland on Wednesday, having begun at the top of New Zealand on Monday. (BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

ONE DEAD AFTER ATTACK ON BRAZIL'S SUPREME COURT

A man who tried to attack Brazil's Supreme Court in the capital Brasilia on Wednesday evening is believed to have been killed by his own explosives. Police have named the man as Francisco Wanderley Luiz, who stood unsuccessfully in council elections for ex-President Jair Bolsonaro's Liberal Party (PL). He was found dead outside the building shortly after two blasts rocked the area. Bystanders said they saw him throwing what appeared to be explosives before the detonation. Nobody else was hurt in the incident, officials said.
(BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

WORLD'S LARGEST CORAL FOUND IN THE PACIFIC

The largest coral ever recorded has been found by scientists in the southwest Pacific Ocean. The mega coral - which is a collection of many connected, tiny creatures that together form one organism rather than a reef - could be more than 300 years old. It is bigger than a blue whale, the team say. It was found by a videographer working on a National Geographic ship visiting remote parts of the Pacific to see how it has been affected by climate change.
(BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

FRENCH WEAPONS USED IN SUDAN WAR DESPITE UN ARMS EMBARGO: AMNESTY

French military technology is being used in Sudan's brutal civil war in violation of a UN arms embargo, rights organization Amnesty International has said. It says the Rapid Support Forces militia is using vehicles in the Darfur region supplied by the United Arab Emirates that are fitted with French hardware as it battles the army. "Our research shows that weaponry designed and manufactured in France is in active use on the battlefield in Sudan," said Amnesty's Secretary General Agnes Callamard. The BBC has asked for comment from France and the UAE, which has previously denied arming the RSF.
(BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

SNAP SRI LANKAN ELECTION POSES TEST FOR NEW LEADER

Votes are being counted in Sri Lanka after snap parliamentary elections, barely seven weeks after a new president was sworn in. More than 8,800 candidates are in the fray in an election marked by a low-key campaign. Voting began at 07:00 local time and ran until 16:00. Results are expected on Friday. Out of 225 seats in the parliament, 196 MPs will be directly elected. The rest will be nominated by political parties based on the percentage of votes they get in what is known as proportional representation. "Over 8,800 candidates belonging to 49 political parties and 284 Independent groups are contesting the elections but only around 1,000 candidates have actively campaigned," Rohana Hettiarachchi, executive director of poll monitoring group People's Action for Free and Fair Elections, told the BBC.

(BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

BAHRAIN ACTIVISTS CRITICIZE UK OVER KING HAMAD'S HONORARY KNIGHTHOOD

Human Rights activists have criticized an honorary knighthood given to King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, who visited the UK earlier this week. In a letter to Buckingham Palace, three Bahraini activists now living in exile called on King Charles to rescind the Grand Cross of the Royal Victorian Order, describing the award as a "betrayal". They cited what they called the "arbitrary imprisonment, brutal torture, unfair trials, and arbitrary executions of innocent individuals". A spokesman for Bahrain's government said it "firmly rejects these baseless claims which overlook the substantial progress the Kingdom has achieved in advancing individual rights and the rule of law". (BBC Web Page: 14/11/24, FARUK)

::THE END::